সালাত (নামায)

পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনুন ১ থেকে ১১ আয়াতের তিলাওয়াতের মাধ্যমে ভাই আশরাফ মোহাম্মদী লেকচার প্রোগ্রাম শুরু করছেন।

অনুবাদ ঃ আমি পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে শয়তান হতে পরিত্রাণ চাইছি।

দয়াময় এবং পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

"অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী ও নম্র। যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে। যারা তাদের যাকাত দান করায় সক্রিয় থাকে। যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে নিজেদের পত্নী এবং দাসীগণ ব্যতীত যারা তাদের অধিকারভুক্ত। এতে তারা কোনোভাবেই নিন্দনীয় হবে না এবং এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী। এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে আর তারাই হবে অধিকারী। অধিকারী হবে ফিরদাউসের। আর সেখানেই তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সত্যি কথা বলেছেন।"

পোগ্রাম পরিচালক : শ্রদ্ধেয় ভাই ও বোনেরা। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই শান্তিতে থাকুন। ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নায়েক এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ইসলামের দা'ওয়া-য় নিয়োজিত ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন এই ধর্মের বিভিন্ন ধারণা সঠিকভাবে আর পরিষ্কারভাবে সবাইকে বোঝাতে চায়। আর ইসলাম সম্পর্কে অনেক মুসলিম আর অমুসলিমদের মধ্যে যে ভুল ধারণাগুলো আছে সেগুলোও দূর করতে চায়। প্রমাণ যুক্তি আর আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে। এই ধারণাগুলোর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়া হয়। ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিয়মিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে– পাবলিক লেকচারের আয়োজন করা যার পরেই থাকে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব, সিম্পোজিয়াম, উন্মুক্ত মত বিনিময় অনুষ্ঠান। এছাড়াও সাইট প্রোগ্রাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা যেনো আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন এবং তাঁর এই দ্বীনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ আর সামর্থ্য যেন আমাদের দেন। আমিন। ডা. জাকির নায়েক হলেন এই ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট। পেশাগতভাবে একজন ডাক্তার হলেও ডাঃ জাকির এখন পুরোপুরিভাবে ইসলামের সত্যকে প্রসারের কাজে নিয়োজিত। পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে অনেক মুসলিম আর অমুসলিমের বিভিন্ন ভুল ধারণা দূর করছেন তার বিভিন্ন পাবলিক লেকচার আর টিভি প্রোগ্রাম এসবের মাধ্যমে। ডা. জাকির বিশেষভাবে জনপ্রিয় অকাট্য যুক্তি দিয়ে বলা তার উত্তরগুলোর জন্য যখন তার লেকচার শেষে দর্শক-শ্রোতারা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। সালাত, ঈমান অথবা বিশ্বাসের পর ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সালাত হলো মুসলিমদের ইবাদতের আরবী পরিভাষা, যেটাকে সাধারণত সবাই জানে উর্দু ভাষায় নামাজ নামে। আজকে ডা. জাকির আপনাদের বলবেন সালাত এর ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা এবং এর উদ্দেশ্য। আজকের লেকচারের টপিক 'সালাত' ন্যায়পরায়ণতার প্রোগ্রামিং। ভাই এবং বোনেরা, এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ডা. জাকির নায়েক।

নামাযে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ডা. জাকির নায়েক ঃ শ্রদ্ধেয় গুরুজনেরা এবং আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা। স্বাগত জানাই ইসলামিক সম্ভাষণে আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আল্লাহ তায়ালার শান্তি, দয়া আর রহমত আপনাদের সবার উপর বর্ষিত হোক। আজকের এই লেকচারের টপিক হলো সালাত। ন্যায়পরায়ণতার প্রোগ্রামিং। বেশিরভাগ মানুষ সালাত শব্দটাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে যে প্রর্থনা। এই প্রার্থনা শব্দটা আরবী সালাত শব্দটাকে পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করতে পারে না। প্রার্থনা করা মানে অনুরোধ করা। বিনীতভাবে কিছু চাওয়া। যেমন আদালতে গেলে আপনি প্রার্থনা করবেন। প্রার্থনা করা মানে মিনতি করা। সাহায্যের আবেদন করা। দোয়া করা। সেটাই হলো আবেদন প্রার্থনা। তবে সালাত মানে শুধু প্রার্থনা নয়। প্রার্থনার চাইতেও অনেক বেশি কিছু। কারণ সালতে আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি আরো যেটা করি, আমরা তাঁর প্রশংসা করি। আমরা তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা পাই। আর এসবের পাশাপাশি সালাত হলো এক ধরনের প্রোগ্রামিং। এটা একটা শর্তাধীন অবস্থা। অথবা একজন সাধারণ মানুষের কথায় এটা হলো ব্রেইনওয়াশিং। তবে যদি কেউ সালাত আদায় করতে যায়। অন্য কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? যদি সে বলে ব্রেইন ওয়াশিং-এ যাচ্ছে অথবা কোন প্রোগ্রামিং এ যাচ্ছে এটা শুনতেই অদ্ভুত লাগবে। সেজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু মনে করি না। যদি মানুষ আরবী সালাত শব্দটাকে প্রার্থনা বলে। কিন্তু তাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, সালাত আসলে প্রার্থনার চাইতে অনেক বেশি কিছু। যখনই আপনারা প্রোগ্রামিং শব্দটা শোনেন আপনারা তখন ভাবেন একটা কম্পিউারের কথা। যদি আপনি ধরে নেন, যে মানুষ হলো একটা যন্ত্র। তাহলে আমি বলব এই যন্ত্রটা হলো পুরো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জটিল যন্ত্র। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত কম্পিউটারের চাইতেও মানুষ অনেক বেশি জটিল। আর আমরা মানুষজাতি আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সবচেয়ে সেরা সৃষ্টি। আর পবিত্র কুরআনে সূরা তীন- এর ৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

"নিশ্চয় আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে।"

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে আমাদের মন সরাসরিভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। শরীর সরাসরিভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে। যদি আমার হাতটা উঠাতে চাই, তাহলে উঠাতে পারব। যদি হাতটা নামাতে চাই, তাহলে নামাতেও পারব। যদি আমি এক পা সামনে এগোতে চাই, সেটাও পারব। আমাদের শরীর সরাসরিভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু আমাদের মন সরাসরিভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সেজন্যে আমাদের বেশিরভাগ মানুষ আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন আমরা যখন সালাত আদায় করি আমাদের মন তখন শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। যেমন ধরেন একজন ছাত্র কোন একটা পরীক্ষা দেয়ার পর যদি সে সালাত আদায় করে সে সেই সময়ে তার পরীক্ষার খাতার কথাই চিন্তা করতে থাকে। সে তখন ভাবতে থাকে, আমি দুই নম্বর প্রশ্নের যে উত্তরটা দিয়েছি সেটা না লিখে আমার এটা লেখা উচিত ছিল। যদি একজন ব্যবসায়ী সালাত আদায় করে সে চিন্তা করতে থাকে যে আজকে আমি কতখানি লাভ করলাম। কতগুলো জিনিস আজকে বিক্রি করলাম। যদি একজন গৃহিণী সালাত আদায় করে সে তখন হয়ত ভাবতে পারে যে আমার স্বামীর জন্য কি রান্না করব। বিরিয়ানি রান্না করব, নাকি পোলাও। এটা খুবই স্বাভাবিক যে সালাতের সময় আমাদের মন শুধু এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

মন নিয়ন্ত্রন রাখার উপায়

আমাদের মন ঘুরে বেড়ায় কেন? এর কারণ হলো আমাদের মন আসলে খালি। আর এই মন খালি থাকতে পারে না। সে জন্যে মন ঘুরে বেড়ায়। বেশিরভাগ মুসলিম সালাত আদায়ের সময় যেগুলো আমরা বলি সেগুলো জানেন। সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের আরো কিছু আয়াত পবিত্র কুরআনের কয়েকটা ছোট ছোট সূরা এগুলো আমরা সালাতের সময় বলি। মুসলিমরা আমরা এগুলো এতো যান্ত্রিকভাবে পড়ি যে, আপনি যদি কোন মুসলিমকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন আর তাকে সূরা ফাতিহা বলতে বলেন, সে এই কাজটা একশ মাইল স্পীডে করতে পারবে। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রাহমানির রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন ইয়্যা কানাবুদু ওয়াইয়্যাকা নাসতায়িন ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম। সিরাতাল্লাজিনা আন আমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লিন আমিন। একেবারেই যান্ত্রিক। যেতেতু এটা যান্ত্রিক। আমাদের মনের খুব সামান্য একটা অংশ এখানে ব্যস্ত থাকে। এই যান্ত্রিক অংশগুলো বলার সময় আমরা সেগুলো ভালোভাবেই জানি। যেমন সূরা ফাতিহা আর অন্যান্য আয়াত। বেশিরভাগ মুসলিম আমরা অনারব। আমরা আরবী ভাষায় কথাবার্তা বুঝতে পারি না। আর যেহেতু আমরা সালাতের সময় যেটা পড়ছি, সেটা বুঝতে পারছি না। তখনই এই সম্ভাবনা দেখা দেয় যে আমাদের মন চিন্তা করবে। সেজন্য মন যাতে এসব চিন্তা না করতে পারে। আমরা সালাতের সময় আরবীটা পড়ব আর একই সাথে আমরা এই আরবী আয়াতগুলোর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করব। যদি ইংরেজি জানেন, ইংরেজি অনুবাদটা মনে করেন। যদি উর্দু জানেন, উর্দু অনুবাদটা মনে করেন। যদি হিন্দি জানেন, হিন্দি অনুবাদটা মনে করেন। যদি মারাঠি ভাষা জানেন, সেটা মনে করেন। গুজরাটি জানলে সেটা মনে করেন। আপনি সেই ভাষায় অনুবাদটা মনে রাখেন যেই ভাষাটা আপনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন। যেমন ধরেন আমরা যখন সূরা ফাতিহা পড়ি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সকল প্রশংসা জগৎসমূহের মালিক আল্লার। আর রাহমানির রাহিম। যিনি দয়াময় এবং পরম দয়ালু। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। তিনি কর্মফল দিবসের মালিক। ইয়্যা কানাবুদু ওয়াইয়্যাকা নাসতায়িন। আমরা শুধু তোমার ইবাদত করি। শুধু তোমার সাহায্য চাই। ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম। আমাদের সরল পথ দেখাও। সিরাতাল্লাজিনা আন আমতা আলাইহিম গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লিন। তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছো এবং তাদের পথ নয় যারা ক্রোধ নিপতিত আর তারা যারা পথভ্রষ্ট।

যখন এই সূরা ফাতিহা পড়বেন অথবা আরবীতে অন্য আয়াত পড়বেন একই সাথে অর্থটাও মনে করুন। আর আপনার মন তখন ঘুরে বেড়াবে না। কারণ এতে করে আপনি সালাতের সময় যে আরবী পড়ছেন সেটার অর্থ মনে রাখতেই মন ব্যস্ত থাকছে। কিন্তু কয়েকদিন পরে বা কয়েক মাস পরে এটাও একেবারে যান্ত্রিক হয়ে যাবে। আমাদের মন খুব শক্তিশালী। আপনি আরবীটা পড়বেন আর অর্থটাও মনে করবেন কারণ আমাদের মন খুবই শক্তিশালী। এখানেও সম্ভাবনা থাকে যে মন অন্য চিন্তা করবে। কিন্তু এই সম্ভাবনাটা কম। কারণ মনের খুব ছোট আশা আরবী পড়ায় ব্যস্ত থাকবে। আর আপনার মনের যে বাকী অংশটা তখন অর্থ মনে করবে। অন্য চিন্তা করার সম্ভাবনা কম। তারপরও মন চিন্তা করতে পারে। মনের এই চিন্তা দূর করার জন্য আপনি আরবীতে আয়াতগুলো পড়বেন আর সেগুলোর অর্থ মনে করবেন। এছাড়াও আপনি মনোযোগ দেবেন যে আয়াতগুলো পড়ছেন তার অর্থ

মনে করছেন। একজন মানুষ দুইটা জিনিসের উপরে ১০০ পার্সেন্ট মনোযোগ দিতে পারে না। দুইটা জিনিসের উপর ৫০ পার্সেন্ট মনোযোগ দেয়া যায়। বা ৮০ পার্সেন্ট, ২০ পার্সেন্ট। কিন্তু ১০০ পার্সেন্ট দুইটা আলাদা জিনিসের উপরে কেউ মনোযোগ দিতে পারবে না। তাহলে যত বেশি মনোযোগ দেবেন আপনার মন ততখানি কম ঘোরাঘুরি করবে। মনের এই ঘোরাঘুরি বন্ধ করতে আমরা আরবী আয়াতগুলো পড়ব। আয়াতের অর্থ বুঝব আর সেই অর্থের উপরে মনোযোগ দেব। তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের মন ঘোরাঘুরি করবে না। আমার লেকচারের শুরুতে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত বলেছিলাম সূরা আনকাবুতের ৪৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

"আবৃত্তি কর। সেই কিতাব হতে যেটা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় এবং নিয়মিত সালাত কায়েম কর। কারণ অবশ্যই সালাত তোমাদের অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।"

পবিত্র কুরআন বলছে যে, সালাত আপনাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আমি আগেও বলছি সালাত হলো এক ধরনের প্রোগ্রামিং। এই প্রোগ্রামিংটা হলো ন্যায় নিষ্ঠার জন্য। আর আমরা মুসলিমরা দিনে পাঁচবার সালাতের মাধ্যমে প্রোগ্রামড হই। আমরা আল্লাহর কাছে এসময় নির্দেশনা চাই। ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম- আমাদের সরল পথ দেখাও। আর আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা এর উত্তর দেন। তিনি আমাদের ন্যায় পরায়ণতার পথে প্রোগ্রামড করেন। যেমন ধরেন কোন ইমাম সূরা ফাতিহার পরে তিনি পড়তে পারেন। সূরা মায়িদার ৯০ নম্বর আয়াত বলা হয়েছে–

হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ এবং জুয়া ঘৃণ্য বস্তু। মুর্তিপুজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর। এইগুলি সব শয়তানের কাজ। তোমরা এগুলো বর্জন কর, যাতে সফলকাম হতে পার।

এখানে সালাতে আমাদের প্রোগ্রামিং করা হচ্ছে আমাদের বাদ দিতে হবে, মদপান করা, জুয়াখেলা বিভিন্ন মূর্তির পুজা ভাগ্য গণনা করা। কারণ এগুলো সব শয়তানের কাজ। ইমাম সূরা ফাতিহার পরে পড়তে পারেন। সূরা মায়িদা'র ৩ নম্বর আয়াত যেটা বলছে–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ

"তোমাদের জন্য যেসব হারাম করা হয়েছে- মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস খাওয়া এবং যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে।"

নামায ন্যায়পরায়নতার প্রোগ্রামিং

সালাতের মধ্যে আমাদের প্রোগ্রামিং হচ্ছে। আমাদের এই খাবারগুলো খাওয়া উচিত না। আর এই হারাম খাবারগুলো হলো মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস খাওয়া এবং যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে। আমাদের প্রোগ্রামিং হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতার পথে। ইমাম সূরা ফাতিহার পরে তিনি পড়তে পারেন। সূরা ইসরার ২৩ ও ২৪ নং আয়াত যে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা আমাদের আদেশ দিয়েছেন–

"তোমরা শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত কর এবং পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার কর। যদি তাদের একজন অথবা দু'জনেই বার্ধক্যে উপনীত হয় তাদেরকে কোন রকম ধমক দিও না এমনকি তাদের 'উফ' শব্দটাও বলনা বরং

তাদের সাথে সম্মান করে কথা বল এবং মমতা দিয়ে তাদের সাথে ব্যবহার কর। আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে লালন করেছেন।"

আমাদের প্রোগ্রামিং হচ্ছে যে, বাবা-মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। আর যদি তাদের কেউ একজন অথবা দু'জনেই বৃদ্ধ হয়ে যায় তবুও আপনি তাদেরকে "উফ' শব্দটাও বলতে পারবেন না। সালাতের মধ্যেই আমাদের প্রোগ্রামিং হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু মানুষের মনের একটা নিজস্ব ইচ্ছা রয়েছে, যেটা কম্পিউটারের নেই। আমাদের মানুষের প্রোগ্রামড হওয়ার প্রয়োজন প্রত্যেক দিন। কারণ আমরা আমাদের চারপাশে প্রত্যেকদিন অনেক খারাপ কাজ দেখি। মেয়েদের উত্যক্ত করা, ঘুষ দেয়া, প্রতারণা করা, চুরি করা, পদপান করা, মাদকাসক্তি, উৎপীড়ন করা, সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। যে আমাদের প্রোগ্রামিংটা নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য প্রত্যেকদিন সালাতের মাধ্যমে আমাদের প্রোগ্রামিং করা হচ্ছে যাতে করে আমরা সিরাতুল মুসতাকিমে অর্থাৎ সরল পথে থাকতে পারি। কিন্তু মানুষ বলতে পারে, যে কেন দিনে একবার সালাত কায়েম করেন না কেন এই কাজটা দিনে পাঁচবার করছেন? শরীর সুস্থ রাখার জন্য আমাদের দিনে কমপক্ষে তিনবার খাওয়া দরকার। যদি দিনে একবার খান তাহলে আপনার শরীর খুব একটা স্বাস্থ্যবান হবে না। একইভাবে শরীরের আত্মার জন্য আমাদের দরকার কমপক্ষে দিনে পাঁচবার প্রোগ্রামিং। পাঁচবার সালাত আদায়। একবার আদায় করা যথেষ্ট নয়। আর এই কারণেই মুসলিমরা দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করি।

ইহুদীরা তাদের প্রার্থনা করে প্রত্যেকদিন তিনবার। এই কথাটার উল্লেখ আছে ওল্ড টেস্টামেন্টে বুক অভ ড্যানিয়েলস ৬ নম্বর অধ্যায় ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে। মুসলিমরা, আমরা প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার সালাত আদায় করি। প্রত্যেকদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন। আর এই আদেশ প্রযোজ্য সব মুসলিমদের জন্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে সূরা হুদ-এর ১১৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা ইসরা'র ৭৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা তা-হা'র ১৩০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরা রোম- এর ১৭ নম্বর আয়াত ও ১৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে। আর পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করার জন্য।

যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমরা মুসলিমরা আদায় করব সেগুলো হলো ফজরের সালাত। যেখানে আমরা আমাদের সালাত আদায় করি। ভোর বেলা থেকে শুরু করে সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত। দ্বিতীয়টা হলো জোহরের সালাত। যে সময়ে সূর্য সবচেয়ে উপরে থাকে সে সময় থেকে শুরু করে যখন হেলে পড়ে অর্থাৎ বিকেল পর্যন্ত। তৃতীয়টা আছরের সালাত। চতুর্থটা হলো মাগরিবের সালাত। সূর্যাস্তের সময় থেকে শুরু করে (আকাশে লালিমা থাকা পর্যন্ত)। আর এশার সালাত (আকাশে লালিমার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত যে কোন সময় আদায় করা যায়। মুসলিমরা সালাত আদায় করবে প্রত্যেকদিন কমপক্ষে পাঁচবার। মসজিদে ঢোকার সময় মুসলিমরা জুতো খুলে ফেলি। আর এই একই নির্দেশ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা দিয়েছেন মুসা আলাইহিস সালামকে ইহুদীদের নবী মোজেস্‌কে। পবিত্র কুরআনেও এটার উল্লেখ আছে। সূরা তা-হা'র ১১নং ও ১২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"যখন মুসা আগুনের কাছে আসলো যে একটা কণ্ঠ শুনলো হে মুসা নিশ্চয় আমিই তোমার প্রতিপালক। তোমার জুতো খুলে ফেল কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' পাহাড়ে রয়েছ।"

আর এই নির্দেশটা দিয়েছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা মুসা আলাইহিস সালামকে। এই একই ধরনের কথা রয়েছে পবিত্র বাইবেলে ওল্ড টেস্টামেন্টে । আর বুক অভ এক্সোডাসের ৩ নং অধ্যায়ের ৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মহান ঈশ্বর মুসার উদ্দেশ্যে বলেছেন- তুমি আমার কাছাকাছি এসো না। তোমার পা থেকে জুতো খুলে ফেলো। কারণ তুমি এখন পবিত্র স্থানে রয়েছ। এই একই ধরনের কথা বলা হয়েছে বুক অভ অ্যাক্টসে। ৭নং অধ্যায় ৩৩ নং অনুচ্ছেদে যে ঈশ্বর মুসাকে বলছেন, তোমার জুতো খুলে ফেলো তোমার পা থেকে। কারণ তুমি এখন রয়েছ পবিত্র স্থানে। আমরা মুসলিমরা আমাদের এই সুযোগটাও দেয়া হয়েছে। যে আমরা জুতো পরে মসজিদের ভেতরে ঢুকতে পারব। অথবা যখন নামাজ পড়ি আমাদের নবীজীই একথা বলেছেন। আমাদের নবীজী বলেছেন তোমার পায়ে জুতো থাকলে তার তলাটা পরিষ্কার থাকবে। এটা বলা আছে আবু দাউদের ১নং খণ্ড বুক অভ সালাত এ কিতাবুস সালাত। ২৪০ নং অধ্যায় হাদিস নম্বর ৬৫২ নবীজী বলেছেন ইহুদীদের থেকে আমরা আলাদা। কারণ প্রার্থনা করতে গিয়ে তারা সব সময় জুতো বা স্যান্ডেল খুলে নেয়। এছাড়াও আবু দাউদে উল্লেখ করা হয়েছে ১নং খণ্ড কিতাবুস সালাতে আছে ২৪০ নং অধ্যায় ৬৫৩ নং হাদিসে যে আমর বিন শোয়েব তার বাবার কথা বলছেন যে তার দাদা বলেছেলেন আমি নবীজিকে দুইভাবেই সালাত আদায় করতে দেখেছি। খালি পায়ে আর স্যান্ডেল পায়ে। আমরা মুসলিমরা যে কারণে আমাদের জুতো খুলে ফেলি। মসজিদে ঢুকে নামাজ পড়ার আগে অথবা আমাদের জুতোর তলা পরিষ্কার করি। এর কারণটা হলো আমরা স্বাস্থ্যসচেতন। আমরা আমাদের ইবাদতের জায়গাটা পরিষ্কার রাখতে চাই। আমরা সালাত আদায়ের আগে ইবাদতের জন্য সবাইকে আহবান করি। আর পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে মানুষকে উপাসনায় আহবান করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে ডাকা হয়। যেমন ধরেন ইহুদীরা ট্রামোটি বাজায়। এই কথাটার উল্লেখ আছে বাইবেলে, বুক অভ নাম্বারস ১০ নং অধ্যায়ের ১নং থেকে ৩নং অনুচ্ছেদে যে ঈশ্বর মুসাকে ডাকলেন। আর তাকে বললেন, রূপা দিয়ে দুইটা ট্রাম্পেট বানাও। আর এগুলো দিয়ে মানুষকে উপাসনায় আহবান কর। খ্রীষ্টানরা ব্যবহার করে চার্চের ঘন্টা কিছু উপজাতি ড্রাম ব্যবহার করে। ইসলামে আমরা ব্যবহার করি মানুষের কণ্ঠ। আর ইবাদতের এই আহবান এটাকে বলা হয় আজান যে ব্যক্তি এই আজান দেন তাকে বলে মুয়াজ্জিন। মানুষের কণ্ঠ অনেক বেশি শ্রুতিমধুর যদি এর সাথে আপনি তুলনা করেন প্রাম্পেট ঘন্টা বা ড্রামকে। আর আজান মানুষের উপরে অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। এমন অনেক অমুসলিম আছেন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন শুধুমাত্র আজানের কথাগুলো শুনেই। এই শ্রুতিমধুর আজানে তারা এতোটাই মুগ্ধ হয়, এই আজান। তাদের হৃদয় মন আর আত্মার উপর এতোটাই প্রভাব ফেলে যে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা বোম্বোতে যেসব আজান শুনি তার বেশিরভাগই শ্রুতিমধুর নয়। যেমনটা হওয়া উচিত ছিল। আর এই আজানে মানুষের জন্য অসুবিধাই বেশি হয়। সেজন্য আমি সব মুয়াজ্জিনকে অনুরোধ করব। আপনারা হারামাইন শরীফের আজানটা শুনবেন। মদিনার মসজিদ-এ নববী আর মক্কায় মসজিদে হারামের আজান এই আজানগুলো শুনবেন যে আজান আসলে কেমন হওয়া উচিত। আজান শ্রুতিমধুর আর মনে শান্তি দেয়। পাশাপাশি আজান একটা বার্তাও বহন করে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশিরভাগ অমুসলিমই তারা জানেন না যে আজান আসলে কি বার্তা বহন করে। গত ডিসেম্বরে আমি তখন কেরালায় ছিলাম, গিয়েছিলাম একটা কনফারেন্সে যার আয়োজন করেছিল কিছু মুসলিম। সেখানে একজন অমুসলিম মিনিস্টারকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তিনি তখন স্টেজের উপরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আর তিনি সেখানে মুসলিম এবং ইসলাম সম্পর্কে কিছু ভালো কথাও বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ইন্ডিয়ানরা আমরা মুসলিমদের নিয়ে খুবই গর্বিত। মোগল শাসক তাদের জন্যও আমরা গর্বিত। তারা খুব সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ বানিয়েছিল, সুন্দর অনেক জিনিস বানিয়েছিল।

আর সেজন্যই মুসলিমরা আপনারা প্রত্যেকদিন পাঁচ বার সম্রাট আকবরকে প্রশংসা করি। এটা শুনে হয়তো কৌতুক মনে হবে তবে অনেক অমুসলিমই এমনটা মনে করেন, বিশেষ করে ইন্ডিয়ায়। যে আমরা আজান আর সালাতের সময় মোগল সম্রাট আকবরের প্রশংসা করি কিছু অমুসলিম আছেন যারা পশ্চিমাদের সিনেমা মুগ্ধ হয়ে দেখেন। সেখানে প্রায়ই দেখা যায় একজন সে আরবদের পোষাক পরে আছে। সে হলো ভিলেন সে সন্ত্রাসী। আর সে তার তরবারী বের করার সময় বলে আল্লাহু আকবার। অমুসলিমরা ভাবে আল্লাই আকবার বলে চিৎকার করে মুসলিমরা যুদ্ধের সময় অমুসলিমদের হত্যা করে। প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত অমুসলিমদের মন থেকে এই ভুল ধারণাটা দূর করে দেয়া। আর আমরা তাদের বলব আজানের বার্তাটা আসলে কি। তাদেরকে আমরা আজানের অনুবাদটা বলব, যে যখন আমরা আজান দেই তখন বলি, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এটার অর্থ এই নয় যে, আমরা সম্রাট আকবরের প্রশংসা করছি। অথবা এটা যুদ্ধের চিৎকার নয়। এটার অর্থ আল্লাহ সুবহানা ওয়াতায়ালা সর্বশক্তিমান। মহান সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদত বা উপসনা করার মত যোগ্য আর কেউ নেই। আশহাদু আন্না মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ (সঃ) তিনি আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার প্রেরিত নবী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ (সঃ) তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার প্রেরিত নবী। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ। সালাতের জন্য আসো, সালাতের জন্য আসো। নামাজের জন্য আসো, নামাজের জন্য আসো। হাইয়া আলাল ফালাহ। হাইয়া আলাল ফালাহ। সাফল্যের পথে এসো। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমাদের এই আজানের অর্থটা ব্যাখ্যা করে বলতে হবে অমুসলিমদের কাছে। এটা মুসলিমদের একটা কর্তব্য যে আমরা অমুসলিম ভাইদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেব। আর তারা ব্যাখ্যা করবে। সালাত আদায়ের আগে আমরা সব সময়েই নিজেদেরকে পবিত্র করে নিই। তার মানে আমরা নিজেদের পরিষ্কার করে নিই। তার মানে আমরা ওজু করি। পবিত্র কুরআনে একথা বলা হয়েছে সূরা মায়িদা'র ৬নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে–

"হে মুমিনগণ। যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। তোমাদের মাথা মসেহ করবে এবং তোমাদের পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করবে।"

এটা আবশ্যিক যে প্রত্যেক মুসলিম তারা সবাই পবিত্র হবে। সবাই ওজু করবে, যখন সালাত আদায় করবে। আর এই একই ধরনের কথা রয়েছে পবিত্র বাইবেলে বুক অভ এক্সোডামে ৪০ নং অধ্যায় ৩১ ও ৩২ নং অনুচ্ছেদে যে মুসা এবং হারুন আর তাদের পুত্ররা তাদের হাত ও পা ধৌত করল তারপর প্রার্থনার জন্য মন্দিরে ঢুকল তারা যখন পুজার বেদীর কাছে আসল তারা পরিষ্কার হলো যেভাবে ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছিলেন মুসাকে। একই ধরনের কথা রয়েছে বুক অভ অ্যাক্টসে ২১ নং অধ্যায়ের ২৬ নং অনুচ্ছেদে যে দল সেই লোকদের নিয়ে গেলো না। আর পরের দিন তাদেরকে নিয়ে তিনি পবিত্র হলেন এবং মন্দিরে প্রবেশ করলেন। আমরা সালাত আদায়ের আগে নিজেদের পবিত্র করি। নিজেদের পরিষ্কার করি। আমরা ওজু করি যাতে আমরা পরিষ্কার থাকি। আমরা স্বাস্থ্যসচেতন। আর এছাড়াও পবিত্র হওয়ার পাশাপাশি ওজুর মাধ্যমে আমরা বিশেষ ধরনের একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি নিই। মানসিক প্রস্তুতি নিই যে আমরা এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সাথে যোগযোগ করব।

আমাদের নবীজী বলেছেন, সহীহ বুখারীতে আছে ১নং খণ্ড বুক অভ সালাত ৫৬ নং অধ্যায় ৪২৯ নং হাদিস যে, এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এজন্য যাতে আমি আর আমার অনুসারীরা সেজদা দিতে পারি। এটা একটা মসজিদ। মসজিদ অর্থ যে স্থানে সিজদা দেয়া হয়। আমাদের নবীজী বলেছেন যে পুরো পৃথিবীটাই, এই পুরো বিশ্বটাই একটা মসজিদ বিশ্বাসীদের জন্য। তবে এটাও যেখানে সালাত আদায় করবেন সিজদা দেবেন সে জায়গাটা পরিষ্কার হতে হবে। এটার উল্লেখ আছে সহীহ বুখারীতে ১নং খণ্ড বুক অভ আজানে ৭৫ নং অধ্যায় ৬৯২ নং হাদিস হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন যে, সাহাবীরা যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন একজনের কাঁধ তার পাশের জনের কাঁধের সাথে লেগে যেতো। একজনের পা তার পাশের জনের পায়ের সাথে লেগে থাকতো। একই ধরনের কথা আছে বুক অভ সালাত-এ আবু দাউদের অধ্যায় নম্বর ২৪৫ হাদিস নম্বর ৬৬৬। আমাদের নবীজী সালাত শুরু করার আগে তিনি বলেছেন তোমাদের সারিগুলো সমান করো কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াও। ফাঁকা জায়গা বন্ধ করো। আর সেখানে শয়তানের ঢোকার মতো কোনো পথ রেখনা। নবীজী সেই শয়তানের কথা বলেননি, যেমনটা আপনারা ওনিডা টিভির অ্যাডে দেখেন। কমিকের বইতেও আছে দুইটা শিং আর একটা লেজ। নবীজী এখানে যে শয়তানের কথা বলছেন, সেটা জাতিগত বিদ্বেষ। বর্ণবাদ। গায়ের রঙের সম্পদের এটা ব্যাপার না যে সে কালো না সাদা, ধনী না গরীব। রাজা নাকি ফকির, আপনি যে পরিবারেই জন্ম নেন না কেন, যখন সালাত এর জন্য দাঁড়াবেন আপনারা কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়েবেন। সালাত আদায়ের যে নিয়ম যেভাবে সেটা পবিত্র কুরআনে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সূরা আল বাকারার ১৪৪ নং আয়াতে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে তোমরা মুখ ফিরাও মসজিদুল হারামের দিকে। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন সেই দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। সালাত আদায়ের সময় এটা আবশ্যিক যে আমরা কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াব। মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে কাবা শরীফের দিকে। আর ইন্ডিয়ায় মুসলিমরা আমরা যেদিকে মুখ করে দাঁড়াই সেটা পশ্চিম দিক। আমি ইন্ডিয়ায় যখন ভ্রমণ করি, যদি আমি কিবলার দিকটা না জানি কোন দিকে দাঁড়াব তখন যদি কোন অমুসলিমকে জিজ্ঞাসা করি আমি পশ্চিম দিকের কথা জিজ্ঞাসা করি না আমি যেটা করি তাকে জিজ্ঞাসা করি পূর্বদিক কোনটা? তারপর আমি উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়াই। নাহলে সে হয়তো ভাবতে পারে যে আমরা আসলে পশ্চিমাদের উপাসনা করছি। পবিত্র কুরআন বলছে সূরা আল বাকারা'র ২৩৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

তোমরা যখন সালাতে আল্লাহকে মনে করবে তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

পবিত্র কুরআন বলছে সালাত আদায়ের সময় তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও। আর সালাতের সময় সূরা ফাতিহা পড়াটা আবশ্যিক। আর পবিত্র কুরআনে সূরা হিজর এর ৮৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"আমি তো তোমাকে দিয়েছি, সাত আয়াত যা বার বার পড়া হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন।"

সে সাত আয়াত বার বার পড়া হয় সেটা হলো সূরা ফাতিহা। এটাকে আরো বলে মাইনর কুরআন। আর কুরআনের বাকী অংশটাকে বলা হয় মহান কুরআন। এটা আমাদের জন্য আবশ্যিক যে সালাতের প্রত্যেক রাকাতে আমরা সূরা ফাতিহা পড়ব। রুকু শব্দটা অর্থাৎ মাথা নোয়ানো পবিত্র কুরআনে এই শব্দটার উল্লেখ আছে সব মিলিয়ে মোট তেরবার। আর সিজদা শব্দটা যেটা সালাতের শ্রেষ্ঠ অংশ এই শব্দটা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে সব মিলিয়ে ৯২ বার। এটার উল্লেখ আছে পবিত্র কুরআনের ৩২টি আলাদা সূরায়। আর একটা আলাদা অধ্যায়

আছে ৩২ অধ্যায় যেটার নাম সূরা সাজদা। মাটিতে উপুড় হওয়া। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ৪৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"হে মরিয়ম তোমার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হও। তার প্রতি সিজদা কর এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।"

পবিত্র কুরআন বলছে সূরা হাজ্জের ৭৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"হে মুমিনগণ! তোমরা সিজদা কর ও রুকু কর এবং আল্লাহর ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর। যাতে সফলকাম হতে পার।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা'র প্রত্যেক নবী যখন তারা ইবাদত করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কাছে তারা সিজদা দিয়েছেন, মাটিতে উপুড় হয়েছেন। সকল নবীই করেছেন। আর এই একই ধরনের কথা পবিত্র বাইবেলেও আছে। যদি ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়েন বুক অভ জেনোসিস ১৭ নং অধ্যায়ের ৩ নং অনুচ্ছেদ বলছে ইব্রাহীম মাটিতে উপুড় হয়েছিলেন বুক অভ নাম্বারস ২০ নং অধ্যায়ের ৬ নং অনুচ্ছেদ মুসা এবং হারুণ মাটিতে উপুড় হয়েছিলেন। বুক অভ জোশয়া ৫ নং অধ্যায়ের ১৪ নং অনুচ্ছেদ জোশয়া মাটির উপর উপুড় হয়েছিলেন আর উপাসনা করেছিলেন। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে গসপেল অভ ম্যাথিউ ২৬ নং অধ্যায়ের ৩৯ নং নম্বর অনুচ্ছেদ সেখানে বলা হয়েছে যে যীশুখ্রীষ্ট তিনি যখন গেতসামেনির বাগানে গেলেন তিনি কয়েক পা সামনে এগোলেন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন আর প্রার্থনা করলেন। মহান সৃষ্টিকর্তার সকল নবী রাসূলই সালাত আদায়ের সময় তারা সিজদা দিয়েছেন। আর একজন সার্কাসের লোককেও মুসলিমদের মতো করে এটা করতে পারবে না। যেভাবে বাইবেল বলছে তোমরা মাটিতে উপুড় হয়ে ঈশ্বরের প্রার্থনা কর। আমরা ইবাদত করি সেভাবে আমরা যে কারণে সিজদা দিয়ে থাকি। সেটা আমি আগেও বলেছি মন সরাসরিভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। আমরা যে কারণে সিজদা করি শরীরকে আমরা সরাসরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আপনি যদি আপনার মনকে নম্র করতে চান তাহলে আপনার শরীরকেও নম্র করতে হবে। আর শরীরকে নম্র করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হলো আপনার শরীরের সবচেয়ে উপরের অংশ অর্থাৎ কপাল আর এখানে রয়েছে ফ্রনটাল লোব। অর্থাৎ ব্রেইন শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সেটা একেবারে মাটিতে ঠেকিয়ে দিয়ে আমরা বলি সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি সুমহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি সুমহান। আপনি যখন সালাত আদায় করবেন তখন বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় কিভাবে হাত বাঁধতে হবে কিভাবে দাঁড়াতে হবে কিভাবে বসতে হবে ইত্যাদি। কত রাকাত নামাজ পড়তে হবে। পবিত্র কুরআন বলছে আতিউল্লাহ ওয়াতিউর রাসূল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মান্য কর। আমরা এখানে নবীজীর দৃষ্টান্ত দেখব। কুরআন বলছে আতিউল্লাহ ওয়াতিউর রাসূল। বিভিন্ন জায়গায় আছে সূরা আল ইমরানের ৩২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। সূরা নিসার ৫৯ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা মায়িদা'র ৯২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনফালের ১নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনফালের ২০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনফালের ৪৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। নূরা সূরের ৫৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। সূরা মুহাম্মাদের ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। সূরা মুজাদিলা এর ১৩ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। বিভিন্ন জায়গায় আছে। সূরা তাগাবুন এর ১২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন বলছে আতিউল্লাহ ওয়াতিউর রাসূল। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মান্য কর। খুঁটিনাটি বিষয়ে নবীজীর দৃষ্টান্ত

দেখেন। আর সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে ১ নং খণ্ডে বুক অভ আজানের ১৮ নং অধ্যায়ের ৬০৪ নং হাদিসে। এছাড়াও উল্লেখ আছে সহীহ বুখারীর ৯ নং খন্ডের ৩৫২ নং হাদিসে নবীজী বলছেন ইবাদত কর যেভাবে আমাকে ইবাদত করতে দেখেছ। তাহলে খুঁটিনাটি বিষয়ে আপনারা জানতে পারবেন সহীহ হাদিস থেকে। সালাত হলো ইসলাম ধর্মে ঈমান অথবা বিশ্বাসের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনে সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"আমি সৃষ্টি করেছি জীন এবং মানুষকে এজন্য যে তারা আমার ইবাদত করবে।"

আরবীতে ইবাদত শব্দটা এসেছে "আবদ" থেকে। যার অর্থ একজন দাস, একজন ভৃত্য। আর প্রত্যেক ভৃত্যেরই উচিত হবে তার প্রভূর অনুগত হওয়া। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার ভৃত্য। মহান স্রষ্টার দাস। আর এই পৃথিবীর সব মানুষের উচিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার অনুগত হওয়া। আর যখনই আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নির্দেশ মেনে চলছেন আপনি তখন ইবাদত করছেন। আল্লাহর উপাসনা করছেন। যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা যেগুলো করতে নিষেধ করেছেন সেই কাজগুলো করা থেকে বিরত থাকেন। আপনি আল্লাহর ইবাদত করছেন।

অনেক মানুষের একটা ভুল ধারণা আছে যে সালাত এটাই হলো একমাত্র ইবাদত। আসলে সালাত হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তবে একমাত্র ইবাদত নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার আদেশ মেনে চলাটাও ইবাদত। আর সালাত হলো ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সালাত শব্দটার আরেকটা অর্থ হলো আনুগত্য প্রকাশ করা। আর আপনি তখনই অনুগত হবেন, যদি নামাজের সময় সবকিছু বুঝে শুনে বলেন। যদি জানেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আপনাকে কি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেজন্য এটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যিক যে সে সালাতের সময় যা পড়বে, তার অর্থটা জানবে। এছাড়াও সে পবিত্র কুরআন পড়বে। যদি সে আরবী বুঝতে না পারে তাহলে সে কুরআনের অনুবাদ পড়বে। যাতে করে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নির্দেশগুলো বুঝে শুনে পালন করতে পারে। যদি কেউ সালাত আদায় না করে তাহলে তার অনেক বিপদ হতে পারে। তখন হতে পারে আপনার বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে। অথবা এই বিশ্বাসটা চলেও যেতে পারে। কারণ মানুষ আসলে মনে করে, পৃথিবীতে তার যে সম্পদ আর সম্মান আছে এর কারণ হলো পৃথিবীর সব বস্তুগত জিনিস। এভাবে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা থেকে দূরে সরে যায়। এই নিয়ম শৃঙ্খলার অভাবেই সে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা থেকে দূরে সরে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিসের মোহ থাকলে বস্তুগত জিনিসের তাহলে সম্ভাবনা থাকে যে সে অন্যায় কাজ করবে। এভাবে সে সীরাতুল মুস্তাকিম থেকে সরে যাবে। সরল পথ থেকে। মনের ভেতরে তখন শান্তিও থাকবে না।

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে এবং যাকে দোজখের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে আর যাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, সে-ই হবে এই দুনিয়ার উদ্দেশ্য পূরণে সফলকাম। কারণ নিশ্চয় এই পার্থিব জীবন একটা ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।"

নামায একটি জীবন দর্শন

সালাত আদায় করলে অনেকভাবে উপকৃত হবেন। সালাত একটা জীবন দর্শন। সালাত আপনার আত্মিক অবস্থানকে উন্নত করবে, পাশাপাশি শারীরিকভাবেও উপকৃত হবেন। সালাত আপনার বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয়। আপনার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। পবিত্র কুরআন সূরা আনফালের ২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"সত্যিকারের বিশ্বাসী তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়। এটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরেই নির্ভর করে।"

সূরা ফাতিহার ৪নং থেকে ৭নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

আমরা তোমারই ইবাদত করি। তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

"আমাদের সরল পথ প্রদর্শন কর। তাদের পথ, যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ। তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ নিপতিত, যারা পথভ্রষ্ট।"

এতে আপনার জীবনে শৃঙ্খলা বাড়বে। সত্যিকারের মুসলিম সে তার দিন শুরু করে ফজরের সালাত আদায় করার মাধ্যমে। আর ফজরের সালাতের সময় মুয়াজ্জিন আজান দেয়ার সময়- যে ঘুম অপেক্ষা সালাত উত্তম। ঘুমিয়ে থাকার চেয়ে নামাজ পড়া উত্তম। একজন সত্যিকারের মুসলিম দিনের মাঝখানে সালাত আদায় করে। আর সে তার দিন শেষ করে এশার সালাত দিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগে। সালাত এছাড়াও সামাজিক অবস্থান উন্নত করে। সালাতের সময় যে সমাবেশ সেটা আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়ায়, মমত্ববোধ বাড়ায়, একতা বাড়ায়। আর এটা সাম্যবাদের এক অন্যন্য দৃষ্টান্ত। সংহতি বৃদ্ধি পায়। সালাত আদায় করতে গিয়ে সবাই একত্রিত হয়। আর তাদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন জোরদার হয়। পবিত্র কুরআনে সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"হে মানুষ জাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি আর গোত্রে। যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। (এজন্য নয় যে তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করবে)। আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। অধিক ন্যায়পরায়ণ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন। সমস্ত খবর রাখেন।"

আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা আমাদের যেটা দিয়ে বিচার করবেন। সেটা গোত্র নয়, বর্ণ নয়, ধর্মবিশ্বাস নয়, সম্পদ না, লিঙ্গ না, সেটা হলো তাকওয়া অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতা আল্লাহকে মেনে চলা এবং ধার্মিকতা। পবিত্র কুরআনে সূরা হুমাজাহ এর ১নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

দুর্ভোগ তাদের যারা পেছনে ও সামনে মানুষের নিন্দা করে।

সালাত আমাদেরকে মানুষের নিন্দা করা থেকে বিরত রাখে। পবিত্র কুরআনে সূরা হুজুরাত এর ১১ নং ও ১২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

"হে মুমিনগণ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। কোনো নারী অপর নারীকে যেন উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। একে অপরের প্রতি তোমরা দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।"

"হে মুমিনগণ! তোমরা অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। পেছন থেকে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? নিশ্চয় তোমরা অপছন্দ করবে।"

পবিত্র কুরআন বলছে যে, যদি পেছন থেকে নিন্দা করেন, তাহলে আপনি যেন আপনার মৃত ভাইয়ের গোশত খাচ্ছেন। কারণ মৃত ভাই এর গোশত খাওয়া হলো দ্বিগুণ অপরাধ। খাদ্য হিসেবে মানুষের গোশত খাওয়া একটা

অপরাধ। এমনকি ক্যানিবলরা যারা মানুষের গোশত খায়, তারাও কখনও তাদের মৃত ভাইয়ের গোশত খায় না। কুরআন বলছে যদি পেছনে নিন্দা করেন তাহলে দ্বিগুণ অপরাধ করছেন। অপরাধ এমন যেন আপনি মৃত ভাইয়ের গোশত খাচ্ছেন কোন প্রমাণ ছাড়াই। কারো ব্যাপারে নিন্দা করা পাপ। আর কারো পেছনে থেকে নিন্দা করা হলো দ্বিগুণ পাপ। আর আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তায়ালা তিনিই এখানে উত্তর দিয়েছেন। তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। সালাত এটা আমাদের ব্যবসাক্ষেত্র এবং দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সত্যবাদিতা এবং সততাকে বাড়ায়। আমি আগেও বলেছিলাম পবিত্র কুরআনে সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"তুমি আবৃত্তি করো সেই কিতাব হতে যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় এবং সালাত কায়েম করো। কারণ নিশ্চয় সালাত তোমাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।"

সূরা ইসরা'র ৮১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"বলো সত্য এবার উপস্থিত হয়েছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ নিশ্চয় মিথ্যা তার প্রকৃতিগত কারণেই ধ্বংস হবে।"

সালাত আমাদের সত্যবাদি হতে শেখায়। একই ধরনের কথা বলা হয়েছে সূরা বাকারা'য়। ৪২ ও ৪৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন কর না।"

কুরআন আমাদেরকে সত্যবাদি হতে শেখায়। যে সবসময় আমরা সত্যি বলব। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারা'র ১৮৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং মানুষের ধন সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে সেটা বিচারকের নিকট পেশ কর না।"

পবিত্র কুরআন বলছে ঘুষ দেয়া বা নেয়া নিষিদ্ধ। আপনারা ঘুষ দেবেন না। পবিত্র কুরআন আমাদের দেখিয়ে দেয় কিভাবে সৎ জীবন যাপন করতে হবে। পবিত্র কুরআন মানুষের জীবনে শান্তি এনে দেয়। পবিত্র কুরআনে সূরা রাদ এর ২৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"নিশ্চয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় হৃদয় তখন শান্তি খুঁজে পায় এবং প্রশান্ত হয়।"

আল্লাহকে স্মরণ করবেন যখন সালাত আদায় করবেন। আপনি তখন খুব শান্তিতে থাকবেন। আপনার হৃদয় প্রশান্ত হবে। সালাত হলো আল্লাহ তায়ালার সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারা'র ১৫৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।"

আল্লাহ বলছেন– "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।"

সামাজিক উপকারিতার পাশাপাশি আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি অন্যান্য উপকারের পাশাপাশি সালাত থেকে আমরা পাই বিভিন্ন শারীরিক উপকারিতা। সালাতের সময় যখন রুকুতে যাই, যখন মাথা নোয়াই শরীরের উপরের অংশে তখন অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। মেরুদণ্ড তখন হয়ে যায় নমনীয়। মেরুদন্ডের বিভিন্ন নার্ভ শক্তিশালী হয়। মেরুদন্ড বা পিঠের ব্যাথা দূর হয়ে যায়। এতে করে দূর হয় পেট ফাঁপা জাতীয় সমস্যাগুলোও এরপরে যখন

উঠে দাঁড়াই অর্থাৎ রুকুর পরে আমরা যখন দাঁড়াই শরীরের উপরের অংশে যেটুকু রক্ত প্রবেশ করছে। সেটার প্রবাহ তখন স্বাভাবিক হয়। শরীরও তখন রিল্যাক্সড হয়।

যখন আমরা সেজদা দিই তখন কপাল মাটিতে ঠেকাই। এটা হলো সালাতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অংশ। এটা হলো সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রত্যেকদিন মানুষের শরীর তার চারপাশের বিভিন্ন ইলেকট্রো স্ট্যাটিক চার্জের সংস্পর্শে আসে। এই চার্জ তারপরে গিয়ে পৌঁছায় মানুষের নার্ভাস সিস্টেমে। আর সেখানেই জমা হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত ইলেকট্রো স্ট্যাটিক চার্জ শরীর থেকে বের করে দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে আপনার মাথা ব্যাথা করবে, পিঠ ব্যাথা করবে। মাংসপেশীতে টান পড়বে। এসব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে আমরা ট্রাংকুলাইজার আর বিভিন্ন প্রকারের ওষুধ নিই। এই অতিরিক্ত ইলেকট্রো স্ট্যাটিক চার্জ আমাদের শরীর থেকে বের করে দিতে হবে। যেমন ধরেন, এমন কোন যন্ত্র যেখানে প্রচুর বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। সেখানে সাধারণত দেখা যায়, একটা থ্রিপিন প্লাগ আছে। তৃতীয় পিন আর তৃতীয় তারটা মাটিতে চলে যায়। আর্থিং করা হয় একইভাবে আমরা যখন সিজদায় যাই আমাদের কপাল মাটিতে ঠেকাই। শরীরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অংশ হলো ব্রেইন। আর ব্রেইনের শ্রেষ্ঠ অংশ ফ্রন্টাল লোব সেটা মাটিতে ঠেকানো হয়। এসময় অতিরিক্ত ইলেকট্রো স্ট্যাটিক চার্জগুলো মাটিতে চলে যায়। তার মানে এই নয় যে সময় কপালের নিচে হাত রাখলে আপনি ইলেকট্রিক শক খাবেন। সিজদার সময় আমরা ফ্রন্টাল লোব মাটিতে ঠেকাই। ব্রেইনের যে অংশটা চিন্তা করে সেটা মাথার উপরে থাকে না। সেটা থাকে ফ্রন্টাল লোবে।

সেজন্যই আমরা সালাতের মধ্যে সিজদা করি। যখন আমরা সিজদায় যাই তখন আমাদের ব্রেইনে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় এতে আমাদের ব্রেইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যখন সিজদা করি তখন আমাদের মুখের চামড়ায় ও ঘাড়ে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে আমাদের মুখমণ্ডলে রক্ত প্রবাহের মাত্রা বেড়ে যায়। এটা শীতকালে আমাদের জন্য খুব উপকারী। বিভিন্ন অসুখ থেকে বাঁচতে পারি যেমন ফাইব্রোসাইটিস ও চিলব্রেইন। যখন সিজদা করি তখন প্যারানেজাল মাইনাসের ড্রেইনেজ তৈরি হয়। এতে করে সাইনোসাটিসের সম্ভাবনা কম থাকে। যেটা হলো সাইনাসের প্রদাহ। সারাদিন আমরা সাধারণত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আর ম্যাক্সিলিয়ারি সাইনাস এটার ড্রেইনেজ থাকে শরীরের উপরের অংশে। আমরা সারাদিন সোজা দাঁড়িয়ে থাকি বলে এর চলাচল হয় না। সেজন্য যখন সিজদায় যাই ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে একটা ভরা পাত্র উল্টে দিলাম। এতে করে ম্যাসক্সিলিয়ারি সাইনাসের ড্রেইনেজটা হয়। এছাড়াও এতে করে আমাদের ড্রেইসজ তৈরি হয়। ফ্রন্টাল সাইনাসে এথসেডিয়ার সাইনাসের এক স্কেনোডিয়াল সাইনাসের। এতে করে সাইনোসাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। অথবা সাইনোসাইটিস যদি থেকেও থাকে এটা তার প্রাকৃতিক চিকিৎসা। এছাড়াও সিজদা তাদের জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসা যেমন মানুষ ব্রংকাইটিস রোগে ভুগছেন।

এতে করে ব্রংকিল ট্রি দিয়ে রস নিঃসৃত হতে পারে। সিজদার কারণে ব্রংকিল ট্রি-তে রস জমা হয়ে থাকতে পারে না। এতে করে বিভিন্ন পালমোনারি অসুখের চিকিৎসা করা যায় যেখানে আমাদের শরীরে রস জমা হয়। আমাদের শরীরে রস ছাড়াও ধুলাবালি আর রোগ জীবাণু জমা হতে পারে। সিজদার মাধ্যমে এই সব অসুখের উপকার পাওয়া যায়। আমরা যখন নিশ্বাস নেই তখন আমাদের ফুসফুসের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করি। আর বাকী এক-তৃতীয়াংশ ফুসফুসের সেখানে বাতাস থেকে যায়। মাত্র দুই তৃতীয়াংশ তাজা বাতাস আমাদের ফুসফুসে ঢোকে আর বের হয়। বাকী এক তৃতীয়াংশ বাতাসকে বলে বেসিডুয়াল এয়ার। আমরা যখন সিজদা করি তখন আমাদের তলপেট চাপ দেয় আমাদের ডায়াফ্রামে। আর এই ডায়াফ্রাম চাপ দেয় আমাদের ফুসফুসের নিচের

অংশে আর এতে ফুসফুসের সেই বেসিডুয়াল এয়ার বের হয়ে যায়। তাহলে এই বাতাস বের হয়ে গেলে আরো তাজা বাতাস ফুসফুসে ঢোকে। এতে করে আমাদের ফুসফুস স্বাস্থ্যবান হয়। যখন সিজদা করি তখন যেহেতু অভিকর্ষ বল কমে যায় তলপেটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। তলপেটের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধমনীর ভেতরে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। সিজদা এবং রুকু এগুলোর মাধ্যমে হার্নিয়া ফিমোরাল ইত্যাদি অসুখের নিরাময় হয়। এছাড়াও সিজদায় অনেক রোগের নিরাময় হয়। তার মধ্যে একটা অসুখ হলো হেমোরয়েড যেটাকে সাধারণ মানুষ বলে থাকে পাইলস। এছাড়া সিজদার মাধ্যমে জরায়ুর স্থানচ্যুতিকে রোধ করা যায়। যখন সিজদা করি তখন আমাদের শরীরের ভর থাকে হাটুর উপর। আমাদের পা নমনীয় থাকে। এছাড়া আমাদের পায়ের সোলিয়াস ও গ্যাস্ট্রোনিমিয়াস মাসল এই মাসলগুলোকে বলা হয় পেরিফেরাল হার্ট। কারণ এই মাসলগুলোতে অনেক ধমনী আছে আর এই ধমনীগুলো দিয়ে শরীরের নিচের অংশে রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে করে শরীরের নিচের অংশ রিল্যাক্সড্ হয়। যখন সিজদায় যাই আমাদের হাটু তখন মাটি স্পর্শ করে। হাত এবং কপালও মাটি স্পর্শ করে। এই পদ্ধতিতে কারভাইকাল স্পাইনের বিভিন্ন অসুখের নিরাময় হয়। কারণ এই সিজদার মাধ্যমে ইন্টারভার্টিব্র্যাল জয়েন্টের উপকার হয়। সিজদার মাধ্যমে বিভিন্ন হৃদরোগেও উপকার পাওয়া যায়। যখন আমরা সিজদা থেকে উঠি যখন সিজদা থেকে উঠে আমরা হাঁটু গেড়ে বসি। শরীরের উপরে অংশে যে রক্ত চলে গিয়েছিল সেটা স্বাভাবিক হয়। আর শরীরও রিল্যাক্সড হয়। তখন আমাদের উরু আর পিঠে ধমনীর মাধ্যমে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। পিঠের মাংসপেশী রিল্যাক্সড হয়।। সিজদার মাধ্যমে আমরা উপকার পাব কোষ্ঠকাঠিন্যে আর বদহজমে। এতে করে যারা পেপটিক আলসারে ভুগছেন, বা পাকস্থলির অন্য রোগে ভুগছেন তারা উপকার পাবেন। যখন আমরা বসা অবস্থা থেকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াই।

যখন আমরা সিজদা থেকে উঠে দাঁড়া আমাদের শরীরের ভর তখন থাকে আমাদের পায়ের বলের উপর। এতে করে আমাদের পিঠের মাসল উরুর মাসল হাঁটুর মাসল আর পায়ের মাসল শক্ত হয়। যখন আমরা সালাত আদায় করি তখন আমরা শারীরিকভাবে উপকৃত হই। তবে মুসলিমরা শুধু শারীরিক উপকারিতার জন্য আমরা সালাত আদায় করি না। এটা হলো বাড়তি উপকার। আমরা সালাত আদায় করি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করার জন্য। তাঁকে ধন্যবাদ দিতে। আমরা সালাত আদায় করি নির্দেশনার জন্য। ন্যায়নিষ্ঠার পথে প্রোগ্রামড হওয়ার জন্য। সালাতের এইসব বাড়তি উপকারিতা এমন লোককে আকৃষ্ট করবে যার বিশ্বাস কম অথবা আকৃষ্ট করবে একজন অমুসলিমকে। কিন্তু মুসলিমরা আমাদের প্রধান কাজ হলো আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করা। কারণ এটাই আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার নির্দেশ। এটাই আমাদের বিরিয়ানি। কিছু মানুষ আছে যারা হয়তো বলবে যে আমরা কিছু মুসলিমকে দেখি যারা প্রত্যেকদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। কিন্তু তারপরও তারা ঠকায়। তারা সৎ না তারা ন্যায়পরায়ণ লোক না। তাহলে আপনি কিভাবে বললেন যে সালাত হলো ন্যায়পরায়ণতার প্রোগ্রামিং।

আমরা জানি কিছু মুসলিম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে প্রত্যেকদিন। তারপরেও তারা ন্যায়নিষ্ঠ নয়। এই প্রশ্নের উত্তরটা অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমাদের ক্বারী দিয়েছিলেন। তিনি তেলাওয়াত করেছিলেন পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনুনের ১ নং ও ২ নং আয়াত, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে- ক্বাদ আফলা হাল মুমিনুন আল্লাজিনা হুম ফি সালাতিহিম খ্যাসিউন। অবশ্য সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ। যারা সালাত আদায় করে নম্রভাবে ও মনোযোগের সাথে। আরবী শব্দটা খাশিউন এটা এসেছে "খুশহু" থেকে। যার অর্থ নম্রতা এবং মনোযোগ দেয়া। যেজন্য

আল্লাহ বলছেন যারা সালাত আদায় করে মনোযোগের সাথে ও নম্রভাবে তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। তারাই সালাতের উপকারগুলো পাবে। কিন্তু যারা শুধু বাইরে থেকে সালাত আদায় করে। কোনো নম্রতা ছাড়া মনোযোগ ছাড়া, তারা সালাত এর এই উপকারগুলো কখনো পাবে না। তাহলে এই মুসলিমরা যারা সালাত আদায় করে আর এ থেকে কোন রকম উপকার পায় না। তারা ন্যায় পরায়ণ নয় এর কারণ হলো তারা সালাত আদায় করে শুধু বাইরে থেকে। কোন রকম নম্রতা এবং মনোযোগ ছাড়া। আর যদি কেউ মনোযোগী হতে চায় তাহলে সালাতের সময় সে যা বলছে, তার অর্থ তাকে জানতে হবে।

আর আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার নির্দেশগুলো তখন মেনে চলবেন। যেমন ধরেন সালাতের সময় ইমাম সূরা ফাতিহার পরে পড়লেন সূরা ইখলাস আর বললেন কুলহু আল্লাহু আহাদ বলো তিনিই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। সব মুসলিমই যারা মসজিদে এসে সালাত আদায় করে তারা সবাই মানবে যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। কেউ একথা বলবেনা যে, আল্লাহ আসলে একজনের অধিক। আল্লাহ এখানে ইমামকে নির্দেশনা দিচ্ছেন। ইমাম এখানে যা করছেন তিনি মুসলিমদের কাছে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন। আর বলছেন কুলহু আল্লাহু আহাদ বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। এই কথাটা তাদের কাছে বলো যারা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালাকে বিশ্বাস করে না। যারা একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। তাদেরকে গিয়ে তোমরা বলো যে তিনিই আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়।

অনেক মুসলিম নামাজ পড়ে। কিন্তু যখনই তারা তাদের নামাজ শেষ করে তারা নামাজের সময়ে যে কথাগুলো বলেছিল তার কোন প্রভাব তাদের উপরে থাকে না। আর এটার প্রধান কারণ হলো তারা সেই কথাগুলো বুঝতে পারে নি। আপনি যদি সেগুলো বুঝতেই না পারেন তাহলে প্রয়োগ করবেন কিভাবে?

জীবন্ত নামাযের পূর্বশর্ত যদি সালাতের উপকারিতাগুলো পেতে চান। আপনাকে আল্লাহ সুবহানা ওয়ালা তায়ালার নির্দেশগুলো মেনে চলতে হবে। যেমন ধরেন আপনার একজন ভৃত্য আছে সে খুবই সময়নিষ্ঠ। সে প্রত্যেকদিন ঠিক সময়ে কাজে আসে। তারপর সে অফিসে এসে শুধু আপনার প্রশংসা করে। কিন্তু তাকে যদি কোনো কাজ করতে বলেন অথবা যদি এক গ্লাস পানিও আনতে বলেন সে শুধু আপনার প্রশংসাই করে। কিন্তু পানির গ্লাসটা আর আনে না। আপনি বেল বাজালেন। আর আপনার ভৃত্য একেবারে দৌড়ে চলে আসল। বলুন প্রভু। আপনি তাকে বললেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চিঠি। এটা আমার ক্লায়েন্টের কাছে পৌঁছে দাও। খুব জুরুরী। ভৃত্যটা অফিসেই বসে থাকল। আর বলে যেতে লাগল আমি আমার প্রভুর অনুগত। আমার প্রভু মহান। আপনি কি করবেন? তাকে কি প্রোমোশন দেবেন? তাকে কি বোনাস দেবেন? তাকে অফিসে থেকে বের করে দেবেন। একইভাবে এটা আমাদের কর্তব্য যে আল্লাহ সুবহানা ওয়া আয়ালার ভৃত্য হিসেবে আমরা মানুষরা.... আমরা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার নির্দেশ মেনে চলবো। শুধুমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করা, সেটাই যথেষ্ট নয়। যেমন ধরেন অসুস্থ লোক একজন ডাক্তারের কাছে গেলো। আর ডাক্তার তাকে একটা প্রেসক্রিপশন দিলো। ডাক্তার সেখানে লিখল যে আপনি প্রত্যেকদিন তিনবার করে এই ওষুধগুলো খাবেন। সেই রোগী প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে গেলো। আর প্রত্যেকদিন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তিনবার প্রেসক্রিপশনটা পড়লো। কিন্তু প্রেসক্রিপশনের নির্দেশগুলোকে কাজে পরিণত করলনা। সে ওষুধগুলো খেলনা। আপনার কি ধারণা সে সুস্থ হয়ে উঠবে? তাহলে আপনি যদি সালাতের উপকারগুলো পেতে চান, আপনি সালাতের সময় যে কথাগুলো বলছেন সেগুলোও মেনে

চলবেন। এই কারণেই কিছু মানুষ সালাত আদায় করে। কিন্তু সালাতের উপকারিতাগুলো পায়না। আর আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা এইসব লোকদের বর্ণনা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা মাউন এর ৪ নং থেকে ৭ নং আয়াতে, যেখানে বলা হয়েছে–

"দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর জন্য সেটা করে। কিন্তু গৃহস্থালীর ছোটখাটো কাজেও সাহায্য করে না।"

পবিত্র কুরআন এইসব লোকদের সম্পর্কে বলছে তারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। দুর্ভোগ তাদের, তারা অভিশপ্ত। পবিত্র কুরআনে সূরা নিসা'র ১৪২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- মুনাফিকরা যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায় তারা তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়। তারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে। আল্লাহ বলছেন, কিছু লোক ধোকাবাজী করে। তারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। কিন্তু শৈথিল্যের সাথে সালাত আদায় করে। আর তারা আল্লাহ তায়ালাকে অল্পই স্মরণ করে। মুসলিমদের জন্য এটা আবশ্যিক যে প্রত্যেকেই দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করবে। অন্য কোন সুযোগ নেই। এমনকি যখন ভ্রমণ করবেন। তখন সালাত আদায় করবেন। কিন্তু আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা কিছু কিছু ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন।

আর আল্লাহ সূরা নিসায় বলেছেন, ১০১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"তোমরা যখন দেশ-বিদেশ সফর করবে তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নাই।"

তোমরা যখন সফর করবে তখন তোমাদের সালাত সংক্ষিপ্ত করতে পারবে। জোহর, আসর, আর এশার চার রাকাতের বদলে দুই রাকাত আদায় করতে পারবে। জোহর আর আসরের সালাত এক সাথে আদায় করতে পারেন। মাগরিব আর এশার সালাতও একসাথে আদায় করতে পারেন। এই সুবিধাটুকু দেয়া হয়েছে। সালাত না আদায় করার কোনো অজুহাত নেই। এমনকি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবেন তখনও সালাত আদায় করবেন। আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা আমাদের বলেছেন কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সালাত আদায় করতে হবে। পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ১০২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"হে রাসূল! তুমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সালাত আদায় করবে তোমাদের মধ্যে একটা দল যেনো তোমার সাথে সালাতে দাঁড়ায় এবং সশস্ত্র থাকে। আর তাদের সালাত শেষ হলে তারা যেন পিছনে অবস্থান করে এবং অপর দলকে আদায়ের সুযোগ দেয়। তবে সালাত আদায়ের সময় তোমার অস্ত্রটা হাতে নিয়ে আদায় করতে পারো।"

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারা'র ২৩৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

"যদি তোমরা বিপদের আশঙ্কা করো, আক্রমণের আশঙ্কা করো তবে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে। আর যখন নিরাপদ বোধ করবে তখন তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে স্মরণ করবে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না।"

পবিত্র কুরআন বলছে যে সালাত আদায় করা আবশ্যিক। হোক আপনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছেন বা বিপদে আছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা নিসা'র ১০৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"যে সালাত আদায় করো দাঁড়িয়ে অথবা বসে অথবা শুয়ে। তবে যখন তোমরা নিরাপদে থাকবে যথাযথ ভাবে সালাত কায়েম করবে।"

যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন যখন বিপদের আশংকা করছেন, আক্রমণের আংশকা করছেন আপনি তখন সালাত আদায় করতে পারেন দাঁড়িয়ে অথবা বসে অথবা শুয়ে। এমনকি যখন অসুস্থ থাকেন পবিত্র কুরআনে সূরা ইমরানের ১৯১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

যে বিশ্বাসীরা সালাত আদায় করে দাঁড়িয়ে, বসে অথবা একপাশে শুয়ে।

সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ বুখারীর অনুবাদটার নয়টা খণ্ড আছে এটা প্রথম খণ্ড। আর সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে। ২নং খন্ডে বুক অভ তাফসিরে ১৯ নং অধ্যায়ের ২১৮ নং হাদীসে যে একজন লোক নবীজীর কাছে গিয়ে বললেন সে হেমোরয়েডে ভুগছে, পাইলস। সে কিভাবে সালাত আদায় করবে। নবীজী বললেন, দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো। যদি না করতে পারো তাহলে বসে আদায় করো। যদি তাও না পারো তাহলে তুমি শুয়ে আদায় করো। এমনকি যদি অসুস্থও থাকেন এই অজুহাতেও আপনি সালাত বাদ দিতে পারবেন না। যদি দাঁড়াতে না পারেন বসে সালাত আদায় করেন। যদি বসে না পারেন তাহলে আপনি শুয়ে সালাত আদায় করেন। আপনি সালাত আদায় করতে পারেন ইশারার মাধ্যমে, আকার ইঙ্গিতের মাধ্যমে। কিন্তু সালাত আদায় করা এটা আবশ্যিক। সালাত বাদ দেয়ার জন্য কোনো অজুহাত দেখানো চলবে না। পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদা'র ৫৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"তোমাদের সত্যিকারের বন্ধু হলেন আল্লাহ, তার রাসূল এবং মুমিনগণ যারা সালাত কায়েম করে যারা নিয়মিত যাকাত দেয় এবং যারা বিনম্র হয়ে থাকে।"

আবু দাউদে উল্লেখ করা আছে। এটা আবু দাউদ। আবু দাউদে আপনারা পাবেন তিনটা খণ্ড। আর আবু দাউদে উল্লেখ করা আছে ১ নং খন্ড বুক অভ সালাতে ৩০০ নং অধ্যায়ের ৮৬৩ নং হাদীসে নবীজী বলেছেন যে রোজ কেয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে সবার আগে যে প্রশ্নটা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা করবেন সেই প্রথম প্রশ্নটা হলো সালাত। আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা

প্রশ্ন ঃ করবেন সেই প্রথমে আপনাকে যে বিষয়ে নবীজী বলেছেন এটার উল্লেখ আছে সহীহ মুসলিমে। এটা হলো সহীহ মুসলিম। অনেকের কাছে অনুবাদটা হয়তো আছে। এটা আপনারা আই আর এফ এ পাবেন। এটা হলো সহীহ মুসলিম। আর সহীহ মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে ১ নং খন্ডে সহীহ মুসলিমের মোট চারটি খন্ড আছে। প্রথম খন্ডে উল্লেখ আছে বুক অভ ফেইথের ৩৬ নং অধ্যায়ের ১৪৬ নং হাদীসে যে একজন মানুষ যে মানুষ বিশ্বাসী তার সাথে একজন মুশরিক বা বহু ঈশ্বরবাদি ও কাফের বা অবিশ্বাসীর পার্থক্যটা হলো, এরা সালাতকে অবহেলা করে। আবু দাউদে উল্লেখ করা আছে ৩ নং খন্ডে কিতাব অভ আল সুন্নাহে অধ্যায় নং ১৬৯১ হাদিস নং ৪৬৬১ এ বলা হয়েছে যে একজন ভৃত্য এবং একজন কাফির বা অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য হলো পরের জন সালাত আদায় থেকে বিরত থাকে।

তার মানে যদি কেউ সালাতকে অবহেলা করে বা সালাত থেকে বিরত থাকে এই হাদীসের কথা অনুযায়ী সেই লোক একজন কাফেরের সমান। আর পবিত্র কুরআনে সূরা মুদ্দাসসিরে ৪১ থেকে ৪৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করো কেন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আর তারা বলবে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। যারা সালাত আদায় করতো। আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। পবিত্র কুরআনে একটা সুন্দর দোয়া আছে সূরা ইব্রাহীমের ৪০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে বলা হয়েছে–

"হে আমার প্রতিপালক আমাকে তেমন করুন যে নিয়মিত সালাত আদায় করে। আর আমার বংশধরদের আপনি তেমনটা করুন। হে আমার প্রতিপালক আমার প্রার্থনা কবুল করুন।"

পবিত্র কুরআনের আরেকটা দোয়া সূরা বাকারা'র ২০১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা খুবই বিখ্যাত দোয়া। সেটা–

হে আমার প্রতিপালক। আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। আমার লেকচার শেষ করার আগে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সূরা আল আনআমের ১৬২ ও ১৬৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"বলো সত্যিই আমার সালাত আল্লাহর কাছে আমার ইবাদত আমার জীবন ও মরণ সবকিছুই আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার উদ্দেশ্যে। যিনি এই জগতসমূহের প্রতিপালক। তার কোনো শরীক নেই এবং আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আমিই প্রথম তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।"

প্রশ্নোত্তর পর্ব

মোহাম্মদ নায়েক ঃ জাজাকুমুল্লাহ খায়ের। এখন শুরু হচ্ছে উন্মুক্ত প্রশ্ন ও উত্তর পর্ব। আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বটাকে এই অল্প সময়ের মধ্যে সফল করে তোলার জন্য যখন আপনারা বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করবেন তখন আমরা কিছু নিয়ম মেনে চলবো। আপনাদের প্রশ্নগুলো হবে আজকের বিষয় সালাত ন্যায়পরায়ণতার প্রোগ্রামিং এর উপর বিষয়ের বাইরের কোনো প্রশ্ন করলে সেটার উত্তর দেয়া হবে না। দয়া করে আপনাদের প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ করবেন। একবারে আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন মাত্র একটা। দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে চাইলে আপনাকে আবার লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর সময় পেলে আপনি দ্বিতীয় প্রশ্নটা করবেন। আপনাদের প্রশ্ন করার জন্য অডিটোরিয়ামে তিনটা মাইক দেয়া হয়েছে। আমার ডান ও বাম পাশের দুইটা মাইক পুরুষদের জন্য। আর অডিটোরিয়ামের পেছনে মাইকটা দিয়ে মহিলারা প্রশ্ন করবেন। যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান তাহলে মাইকের সামনের লাইন করে দাঁড়ান। মাইকের পাশে দাঁড়ানো ভলান্টিয়ার যখন বলবেন তখন আপনি ডা. নায়েককে আপনার প্রশ্নটা করবেন। এরপরে স্লিপে লেখা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া হবে। এই স্লিপগুলো আপনাদের পাশে দাঁড়ানো ভলান্টিয়ারদের কাছ থেকে পাবেন। দয়া করে প্রশ্ন করার আগে আপনার নাম ও পেশা বলবেন। আপনারা একবারে একটা মাইক থেকে একটা প্রশ্ন করবেন ঘড়ির কাটার মতো করে। আমাদের প্রথম প্রশ্নটা আসছে মহিলাদের মধ্যে থেকে পেছনের মাইকে।

প্রশ্ন – আমি ওয়াহিদ খান। আমি এখন বি. এড. করছি। পাশাপাশি এম. এ. ও পড়ছি। আমার প্রশ্নটা হলো, আমরা মুসলমানরা কেনো আরবী ভাষায় সালাত আদায় করি যখন আমরা ভাষাটাই বুঝতে পারি না। আমরা যখন সালাত আদায় করি তখন কি স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করা যাবে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, বেশিরভাগ মুসলিমই আরবী ভাষা বুঝতে পারে না। এটা করলে কেমন হয়। যদি সালাতের সময় আমরা প্রত্যেক জায়গার নিজস্ব ভাষায় সেগুলো পড়বো। সেটাই কি ভালো নয়? ধরেন তর্কের খাতিরে আপনার কথাটা মেনে নিলাম যে আমরা স্থানীয় ভাষায় সালাত আদায় করবো। তাহলে বোম্বেতে কিছু লোক বলবে আসুন আমরা ইংরেজিতে পড়ি। কেউ হয়তো বলবে উর্দু। কিছু লোক বলবে হিন্দী। কেউ হয়তো বলবে, গুজরাটি। তখন সেখানে দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা। এই সমস্যাটার যদি সমাধানও করে

তাহলে দেখা যাবে কেউ বলছে চলেন ১নং মসজিদে যাই সেখানে আমরা ইংরেজিতে সালাত আদায় করবো। ২ নং মসজিদে উর্দুতে। ৩ নং মসজিদে হিন্দিতে। ৪ নং মসজিদে গুজরাটিতে আর এভাবেই চলতে থাকবে। তারপরও সেখানে বিভ্রান্তি আর বিশৃঙ্খলা থাকেবে। কেউ হয়তো বলবে যে ১নং মসজিদে আমরা ইংরেজিতে সালাত আদায় করবো। আমরা সেখানে আল্লামা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর অনুবাদটা পড়বো। আবার কেউ বললো আমরা পিকটলের অনুবাদটা পড়বো। কেউ হয়তো বললো মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী। আর কেউ হয়তো বললো মহাসীন খান। আবারো বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যদি এটাও মেনে নেন যে, ঠিক আছে, আমরা একটা অনুবাদ পড়বো। তবুও সেই অনুবাদটা হলো মানুষের হাতে লেখা। এটা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার কথা অথবা নবীজীর কথাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। আর এই অনুবাদে অনেক ভুল থাকতে পারে।

আর যদি ভুল থাকে তখন বলা হবে, আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা ভুল করেছেন। যেমন ধরেন আপনি যদি ২ নং মসজিদে সালাত আদায় করেন যেখানে সব উর্দুতে পড়া হয়। আর ধরেন ইমাম সেখানে সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াত থেকে তেলাওয়াত করলেন, আপনারা যদি কুরআনের অনুবাদ পড়েন বেশিরভাগ উর্দু অনুবাদে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটার অনুবাদ করা হয়েছে। যে আল্লাহ তায়ালার ছাড়া অন্য কেউ জানেনা যে মায়ের গর্ভে অবস্থিত সন্তানের লিঙ্গটা কি হবে। যদি আরবীতে পবিত্র কুরআন পড়েন। আবরীতে লিঙ্গ শব্দটা কুরআনের কোথাও নেই। উর্দুতে বেশিরভাগ অনুবাদক অনুবাদ করার সময় এভাবে লিখেছেন। আর যদি কোনো ডাক্তার সালাত আদায় করে যে ভাবতে শুরু করবে যে এটা কোন ধরনের কথা যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানে না। মায়ের গর্ভে অবস্থিত সন্তানের লিঙ্গটা কি হবে। এখনকার দিনে আলট্রাসনোগ্রফির মাধ্যমে আমরা আগে থেকেই সন্তানের লিঙ্গ জানতে পারি। সে সন্দেহ করা শুরু করবে। আর সেজন্য আপনি অনুবাদটা পড়তে পারবেন না। কারণ, যদি অনুবাদটা পড়েন আর সেখানে কোনো ভুল করেন। তখন বলা হবে, আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা ভুল করেছেন। যদি সেটা কুরআনের কোনো আয়াত হয় অথবা বলা হবে নবীজী ভুল করেছেন যদি কোনো হাদিস হয়। আর আপনি অনুবাদের মধ্যে কখনো পুরো অর্থটা পাবেন না। অনুবাদের সাহায্যে আপনি আংশিকভাবে অর্থটা পাবেন যাতে মনোযোগ দিতে পারেন। যেমন ধরেন আমি প্রায়ই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যাই।

আমি যদি ফ্রান্সে যাই আপনার কথা অনুযায়ী সেখানে সালাত আদায় করা হবে ফ্রেঞ্চে। যদি সালাত আদায় করা হয় ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাহলে সেখানে আজানটাও দেয়া হবে ফ্রেঞ্চ ভাষায়। তাহলে আমি যদি ফ্রান্সে যাই আর মুয়াজ্জিন ফ্রেঞ্চ ভাষায় আজান দেয় আমি ভাববো, সে কাকে অভিশাপ দিচ্ছে? আমি যদি মসজিদে যাই আর সেখানে সালাত আদায় করি সেটা হবে ফ্রেঞ্চ ভাষায়। আমি এখন ভাববো যে ইমাম সে কি আল্লাহর প্রশংসা করছে না কোনো গল্প বলছে। তাহলে সালাত যদি আরবীতে হয় আর আমি যদি একজন ইন্ডিয়ান হই যে ফ্রেঞ্চ ভাষা জানে না বা জার্মান ভাষা, যদি আমি কখনো জামার্নীতে যাই অথবা ফ্রান্স অথবা স্পেনে অথবা পৃথিবীর যে কোনো দেশে। আমি যদি সালাত আদায় করি আমি জানব না সেখানে কি পড়ানো হচ্ছে। আমি তার অর্থটাও বুঝব না। আর আরবীতে আজান এটা পৃথিবী জুড়ে সব মুসলিমদের জাতীয় সংগীত। পুরো পৃথিবীর মুসলিমদের জন্য জাতীয় সংগীত। সে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। সে এই পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। সে অবশ্যই এই আজানের অর্থটা বুঝতে পারবে। এটা আমাদের আন্তর্জাতিক সংগীত। সেজন্য বোন সবচেয়ে ভালো উপদেশটা হলো যে মুসলিমদের পবিত্র কুরআনের ভাষাটা শিখতে হবে। যদি আমরা কুরআনের

আরবীটা না বুঝি তাহলে অন্ততপক্ষে অর্থটা বুঝতে হবে। যে ভাষাটা আপনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন সেই ভাষার পবিত্র কুরআনের অনুবাদটা পড়েন। আর তাহলে আপনি সালাত আদায়ের উপকারিতাগুলো পাবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ এবারের প্রশ্ন ডান দিকের মাইক থেকে।

প্রশ্নঃ আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম রফিক, একজন ব্যবসায়ী। অনেক অমুসলিম বলে যে ইসলাম যখন মুর্তিপূজার বিরুদ্ধে তখন মুসলমানরা কেন ইবাদতের সময় কাবার সামনে নতজানু হয়।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন যে অনেক অমুসলিমই বলে যে ইসলাম যখন মুর্তিপুজার বিরুদ্ধে তাহলে কেন আমরা কাবার সামনে মাথা নোয়াই কাবাকে উপাসনা করি। যার অর্থ আমরাই সবচেয়ে বড় মুর্তিপূজারী। মুসলিমরা আমরা মাথা নোয়াই কাবা শরীফের দিকে কাবা হলো আমাদের কিবলা। আমাদের দিক নির্দেশ। আমরা কিন্তু কাবাকে উপাসনা করি না। মাথা নোয়াই কাবা শরীফের দিকে। সালাতের সময় আমরা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করি না। ইসলাম ধর্মে আমরা একতায় বিশ্বাস করি। ধরেন এখানেই মুসলিমরা সালাত আদায় করবে। কেউ হয়তো বলবে উত্তরে মুখ করে দাঁড়াই। কেউ বলবে দক্ষিণে মুখ করে দাঁড়াই। কেউ বলবে পূব, কেউ বলবে পশ্চিম। আমরা কোনদিকে ফিরে দাঁড়াব। তাই একতার জন্য এই পৃথিবীর সব মানুষ পৃথিবীর সব মুসলিম আমাদের আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াবো। যদি আপনি থাকেন পশ্চিমে, আপনি পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াবেন। যদি আপনি পূর্বে থাকেন, পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়াবেন। আপনি উত্তর দিকে থাকলে দক্ষিণ দিকে ফিরবেন। আর দক্ষিণ দিকে থাকলে উত্তর দিকে ফিরবেন। সব মুসলিম একতার জন্য কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। আর মুসলিমরাই ইতিহাসে প্রথম পৃথিবীর ম্যাপ করেছিল। যখন ম্যাপটা আঁকা হয় সেখানে দক্ষিণ মেরু ছিলো উপরে। আর উত্তর মেরু নিচে। আর আলহামদুলিল্লাহ কাবা এবং মক্কা শহরটা ছিলো কেন্দ্রে। পশ্চিমারা আসলো আর তারা এই ম্যাপটাকে উল্টে দিলো। আর এখন আপনারা দেখবেন উত্তর মেরু উপরে। দক্ষিণ মেরু নিচে। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ কাবা এখনো কেন্দ্রেই রয়েছে। এরপর আমরা মুসলিমরা হজ্জে যাই আমরা আর তাওয়াফের সময় কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ করি। আমরা প্রদক্ষিণ করে এটা বোঝাই যে কোনো বৃত্তের সব বৃত্তেরই একটা কেন্দ্র থাকে। এটার মানে আমরা ইবাদত করি শুধুমাত্র এক আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার। আর কারো নয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো উত্তর দিয়েছিলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। তিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। সহীহ বুখারীতে এর উল্লেখ আছে ২ নং খন্ডে ৫৬ নং অধ্যায়ের ৬৭৫ নং হাদিসে আছে বুক অভ হজ্জে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেছেন, কালোপাথর সম্পর্কে কাবা শরীফের হাজরে আসওয়াদ তিনি বলেছেন, তুমি কেবল মাত্র একটা পাথর। আমার ক্ষতি করতে পারবে না। উপকারও করতে পারবে না। আমি যদি না দেখতাম যে আমার নবী তোমাকে চুমু খাচ্ছে, আমি তাহলে তোমাকে চুমু খেতাম না। এই হাসিদটা এ কথাকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে মুসলিমরা আমরা কাবাকে উপাসনা করি না। আর আরো একটা উত্তর দিতে পারেন যে আমাদের নবীজীর সময়ে তার সাহাবীরা কাবা শরীফের উপরে উঠে আজান দিতেন। আমি এখানে প্রশ্ন করবো যে কোন মুর্তি পূজারী তার পূজা করা মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে উপাসনা করে?

প্রশ্ন ঃ আমার নাম শেখ আহমেদ। আমি চাকরি করি। আর আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হলো এই যে, আমরা সালাত আদায় করতে গিয়ে তাকবীর দেয়ার সময় হাত উপরে তুলি, এটার গুরুত্বটা কি?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন, যে সালাতে তাকবিরের সময় আমরা যে হাত উঠাই এই কাজটার গুরুত্বটা কি? হাত হলো ক্ষমতা এবং শক্তির প্রতীক। যখন মুসলিমরা আমরা সালাতের সময় হাত ওঠাই এটা আসলে তিনটা বিষয়কে নির্দেশ করে। প্রথমটা আমরা আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করি। আমাদের হাত উপরে তুলে আমরা একথাটাই বোঝাচ্ছি। একথাই বলতে চাচ্ছি। হে আল্লাহ নিজেকে সমর্পণ করলাম। যেমন আমরা কাউকে সারেন্ডার করাতে চাইলে বলি হ্যান্ডস আপ। যেমন পুলিশ বলবে হ্যান্ডস আপ কোন কোনো ডাকাতের উদ্দেশ্যে তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হচ্ছে। তাহলে আমরা যখন হাত তুলি তখন আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আর এছাড়াও আমরা যখন হাত তুলছি এটা আরো বোঝায় যে আমরা আল্লাহর মহত্বকে প্রচার করছি। আমাদের কাজ আর মুখের কথা দিয়ে আল্লাহু আকবার আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আর এটা ছাড়াও আমরা যখন হাত তুলি তারপর বুকের কাছে এনে বাজ করি। আমরা এখানে একটা সিগন্যাল দিচ্ছি যে, আমি আমার পিঠটা দিয়েছি যাবতীয় জাগতিক বিষয়ের দিকে। আর আমি সবকিছু ত্যাগ করেছি যাতে করে আমি আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মনোযোগ দিতে পারি। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম এরশাদ। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াশুনা করছি। অমুসলিমদের এই মন্তব্যটার কি উত্তর দেবেন যে সালাত আসলে এক ধরনের জিমন্যাস্টিকস ছাড়া কিছুই নয়।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন, এটার কি উত্তর দেবো যখন কোন অমুসলিম বলে যে সালাত আসলে জিমন্যাস্টিকস ছাড়া কিছুই নয়। মানে জিমন্যাস্টিকসে যে উপকার সালাতেও একই জিনিস। এটা জিমন্যাস্টিকসের মতোই। উঠে দাঁড়ানো, মাথা নোয়ান, উপুড় হওয়া ইত্যাদি। ভাই সালাত আর জিমন্যাস্টিকসের মধ্যে পার্থক্যটা আসলে বিশাল। সালাত-এ উপকার হবে আমাদের শরীরের পাশাপাশি আমাদের আত্মার। জিমন্যাস্টিকসে আপনার শরীরের উপকার হতে পারে। কিন্তু আপনার আত্মার কোনো উপকার হবে না। সালাত-এ আপনি মানসিকভাবে শান্তি পাবেন। জিমন্যাস্টিকসে মানসিক শান্তিটা পাবেন না। সালাতে আপনি নড়াচড়া করেন ধীরে, কোনো ঝাঁকি ছাড়া। জিমন্যাস্টিকসে নড়াচড়া করতে হবে ঝাঁকি দিয়ে। সালাতের পর আপনার অলসতা দূর হয়ে যাবে। জিমন্যাস্টিকসের পর শরীর অবসন্ন হবে। সালাতের পর আপনার কাজ করতে ইচ্ছা করবে। জিমন্যাস্টিকসের পর আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন। কাজ করতে ইচ্ছে করবে না। সালাত আদায় করতে পারবে সব বয়সের মানুষই। কিন্তু জিমন্যাস্টিকস সব বয়সের মানুষ করতে পারবে না। সালাতে কোন রকম টাকা লাগবে না। জিমন্যাস্টিকসে যদি ভালো জিমনেশিয়ামে যান টাকা দিতে নাভিশ্বাস উঠে যাবে। সালাতের জন্য কোন যন্ত্রপাতির দরকার নেই। কিন্তু জিমন্যাস্টিকসের জন্য দরকার যেমন প্যারালাল বার রিং ইত্যাদি। সালাত আদায়ে সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। উন্নত হবে ভ্রাতৃত্ববোধ, একতা সংহতি। জিমন্যাস্টিকসে সামাজিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। সালাত আদায় আপনাকে ন্যায়পরায়ণতার পথে পরিচালিত করে। আপনি আরো উন্নত মানুষ হবেন। জিমন্যাস্টিকসের মাধ্যমে আপনি উন্নত হবে না। সালাত আদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করা। সেখানে একটা নিয়ামত থাকবে। বাহ্যিকভাবে সালাত আর জিমন্যাস্টিকসের অঙ্গভঙ্গির মিল থাকলে দুইটা জিনিস এক নয়। কারণ সালাতে আমরা নিয়ত করি। আমরা সালাতে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালাকে ধন্যবাদ জানাই। সন্তুষ্ট করতে চাই। এটা আপনি কখনোই জিমন্যাস্টিকসে পাবেন না।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম ভাই। আল্লাহ কি আমাদের ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন? এতে তাঁর কি উপকার হবে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন, আমরা যে আল্লাহর প্রশংসা করি এটা তার কোন প্রয়োজন? আর এতে তার উপকারটা কি? বোন, আমরা যখন আল্লাহর প্রশংসা করি অথবা ধরেন কেউ বললো আল্লাহু আকবার। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। এতে করে আল্লাহ আরো শক্তিমান হচ্ছেন না। আল্লাহ এমনিতেই সর্বশক্তিমান। আপনি আল্লাহু আকবার বলেন দশ লক্ষবার। বা একেবারেই বললেন না। আল্লাহ তারপরেও সর্বশক্তিমানই থাকবেন। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বশক্তিমানই থাকবেন। আমরা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার প্রশংসা তার উপকারের জন্য করি না। এটার উত্তর দেয়া আছে পবিত্র কুরআনে সূরা ফাতিরের ১৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে –

"হে মানুষ জাতি তোমরাই তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মুখাপেক্ষী। তোমাদেরই প্রয়োজন আল্লাহ সুবাহনা ওয়া তায়ালাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তিনি সকল অভাব থেকে মুক্ত। সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র তাঁর জন্যই।"

আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করলে তাতে করে আল্লাহর উপকার হবে না। আল্লাহর প্রশংসা করলে আমাদেরই উপকার হবে। আমাদের জন্য এটাই স্বাভাবিক। আমরা উপদেশ মেনে চলবো। সেই লোকের যে বিখ্যাত, বুদ্ধিমান, জনপ্রিয় আর জ্ঞানী। আমরা এমন কোনো লোকের উপদেশ মানবনা যে লোক অপরিচিত, অচেনা, যে বুদ্ধিমান নয়, যে জ্ঞানী নয়। সেজন্য আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করি। আমাদের উপকারের জন্য যে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা হলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান। সবচেয়ে জ্ঞানী। তিনি সর্বশক্তিমান। সবার উপরে আর আমরা যেনো তাঁর নির্দেশগুলো মেনে চলি। তিনি সর্বশক্তিমান। সবার উপরে। আর আমরা যেনো তাঁর নির্দেশগুলো মেনে চলি। আর এ কারণেই সূরা ফাতিহা'য় আছে। কুরআনের প্রথম সূরা যেটা সালাতে সব সময় পড়া হয়। প্রথম চার অথবা পাঁচটা আয়াতে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা হয়েছে। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন- সমস্ত প্রশংসা জগৎ সমূহের মালিক আল্লাহর। আর রাহমানির রাহিম- যিনি দয়াময় পরম দয়ালু। ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাসতায়িন- আমরা তোমার ইবাদত করি। তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার প্রশংসা করে নিজেদের বোঝাচ্ছি যে তিনিই সর্বশক্তিমান। তিনি হলেন এমন একজন যার কাছে আমরা সব সাহায্য চাই। এরপরে আমরা সূরা ফাতিহার অন্য আয়াতগুলো পড়ি। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। সিরাতাল্লাজিনা আনআমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম। ওয়ালা দ্ দোয়াললিন। আমাদের সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছো এবং তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ নিপতিত এবং তাদের পথ নয় যারা পথভ্রষ্ট। আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করি। আমাদের উপকারের জন্য। আর তাঁর কাছেই সাহায্য আর উপদেশ চাই। যেমন ধরেন একজন লোকের হার্টের সমস্যা আছে। সে অসুস্থ। যদি অন্য কেউ যে সেখানে অপরিচিত। সবার কাছে অচেনা। আপনারা চেনেন না। সেই লোক এসে উপদেশ দেয় আপনি কি তার উপদেশ মেনে চলবেন? নাকি এমন কোনো লোকের উপদেশ মেনে চলবেন? আপনি এখানে সেই লোকের উপদেশই মানবেন, যে একজন হার্ট স্পেশালিস্ট। যে একজন ডাক্তার। সেজন্য আমরা আল্লাহ তায়ালার

প্রশংসা করি। আর তাতে করে আমাদেরই উপকার হবে। কিন্তু আমরা আল্লাহ তায়ালার যতো প্রশংসাই করি না কেন সেটা যথেষ্ট নয়। কারণ পবিত্র কুরআনে সূরা কাহফ এর ১০৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"যদি সমুদ্রের পানি দোয়াতের কালিতে পরিণত হয় আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার কথা লেখার জন্য। তবে আল্লাহ তায়ালার কথা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্রের পানি শেষ হবে। এমনকি যদি আরেকটাও সুন্দর সমুদ্র আনেন।"

একই ধরনের কথা পবিত্র কুরআনে সূরা লুকমানের ২৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- পৃথিবীর সব বৃক্ষকে তোমরা যদি পরিণত করো কলমে আর সমুদ্র তার সাথে আরো সাত সমুদ্র যোগ করে কালি বানাও, আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার কথা লেখার জন্য। তবুও আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার কথা লিখে শেষ করা যাবে না। আপনি যতোই প্রশংসা করেন সেটা আসলে যথেষ্ট নয়। তারপরও আমরা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার প্রশংসা করি। আমরা আল্লাহর প্রশংসা করলে এতে তাঁর কোনো উপকার হবে না। তবে আমরা যদি আল্লাহর প্রশংসা করি, আমাদেরই উপকার হবে। আমরা মেনে নিই তিনি সবার উপরে সুমহান তিনি বুদ্ধিমান সবচেয়ে জ্ঞানী। যাতে করে তার নির্দেশ মেনে চলতে পারি। আর সিরাতুল মুস্তাকিম অর্থাৎ সরল পথে থাকতে পারি।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম। জাকির সাব। আমি জাহাঙ্গীর আর আমি মুসলমান হয়েছি। আমার প্রশ্নটা হলো যদি আমার অফিসে সময়ের স্বল্পতার কারণে সালাত আদায় করতে না পারি তখন কি করবো?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে আপনি কি করবেন যদি অফিসের কাজের কারণে আপনি সময় মতো সালাত আদায় করতে না পারেন। যদি ভালো করে দেখেন দিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমাদের জন্য ফরজ। আপনারা দেখবেন যে ফজরের সালাত, ভোর বেলার সালাত এর এশার সালাত রাতের সালাত এই দুই ওয়াক্তের সাথে অফিস টাইমের কোনো বিরোধ নেই। মাগরিবের সালাতেও কোনো সমস্যা হয় না। তবে জোহরের সালাতের কথা যদি বলেন দুপুরের সালাত এই সালাত আদায় করতে পারেন দুপুরে খাওয়ার সময়। প্রায় দেখা যায় অফিসের লাঞ্চ টাইমের সাথে জোহরের ওয়াক্তটা মিলে যায়। আপনি এখানে সমস্যায় পড়তে পারেন আসরের ওয়াক্তে। এছাড়া আপনি নাইট শিফটে চাকরি করলে অন্যান্য ওয়াক্তেও সমস্যা হতে পারে। আর যদি কোনো সমস্যায় পড়েন যদি আপনার অফিসের সময়ের সাথে সালাতের ওয়াক্তের কোনো বিরোধ হয়। আপনি তখন যেটা করবেন আপনার বসকে অনুরোধ করবেন যাতে আপনাকে দশ মিনিটের জন্য ছুটি দেন সালাত আদায় করার জন্য। তবে বেশির ভাগ মুসলিম আমরা সালাত আদায়ের জন্য অফিসের বসকে অনুরোধ করতে লজ্জা পাই। অন্যান্য ব্যাপারে আমরা অনুরোধ করি পিকনিকে যাওয়ার জন্য, বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য, জন্মদিনের অনুষ্ঠানের জন্য। কিন্তু সালাতের কথা বলতে আমরা লজ্জা পাই। বেশির ভাগ মুসলিম এ ব্যাপারে লজ্জা পায়। হীনমন্যতায় ভোগে। আর আপনার বস যদি তিনি অমুসলিমও হন আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বলে যে, ৯৯ পার্সেন্ট সময়ে তিনি আপনাকে সালাত আদায়ের অনুমতি দেবেন। তবে অনুরোধ করবেন ভদ্রভাবে নম্র হয়ে। কিন্তু তিনি যখন আপনাকে অনুমতি দেবেন কিছু মুসলিম আছে যারা সালাতের জন্য এক ঘন্টার বেশি সময় নেয়। তারপরে বলে তারা দূরে একটা মসজিদে গিয়েছিলো। তখন বস চিন্তা করবেন যে সে কি সালাতের জন্য গিয়েছিলো? নাকি বেড়াতে গিয়েছিলো। আমার কোনো আপত্তি নেই যদি কেউ কোনো মসজিদে নামাজ পড়তে যায়। যদি মসজিদটা কাছে হয়। যদি মসজিদটা কাছাকাছি না হয় যেতে অনেক সময় লাগে। আপনি তাহলে

অফিসেও সালাত আদায় করতে পারেন। আপনি একটা জায়নামাজ জোগাড় করে সেটা আপনার ড্রয়ারে রেখে দেন। আমি আগেও বলেছিলাম যে আমাদের নবীজী বলেছেন এটার উল্লেখ আছে সহীহ্ বুখারীতে ১ নং খণ্ডের বুক অভ সালাতে ৫৬ নং অধ্যায়ের ৪২৯ নং হাদিসে যে এই পৃথিবীকে আমার ও আমার অনুসারীদের জন্য বানানো হয়েছে একটা মসজিদ হিসেবে, সিজদার স্থান হিসেবে। সেজন্য যখনই সালাত আদায়ের ওয়াক্ত আসবে সালাত আদায় করবে। আপনি আপনার অফিসেও সালাত আদায় করতে পারেন। অফিসের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গা বেছে নেন। সেখানেই সালাত আদায় করেন। এখানে নফল সালাত আদায় করার দরকার নেই। ফরজ সালাত আদায় করেন। তার পাশাপাশি সুন্নাত সালাত আদায় করেন। সেটাই যথেষ্ট। আপনি আরেকটা সমস্যায় পড়তে পারেন। যখন সালাত আদায় করবেন হয়তো দেখলেন যে, আপনার সামনে একটা ছবি। আর তখন ছবিটা নামিয়ে ফেলেন। অথবা একটা কাপড় দিয়ে ছবিটা ঢেকে দেন। যদি এই ছবির কারণে সালাত আদায়ে সমস্যা হয়, অন্য রুমে সালাত আদায় করুন। যেখানে ছবি আছে, সেখানে সালাত আদায় করতে হবে কেন? আরেকটা রুমে চলে যান। আর কিছু মানুষ আছে যারা অমুসলিম বসের অফিসে জামাতে সালাত আদায় করে। জামাতে সালাত আদায়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখবেন সব মুসলিম কর্মচারী যেন একসাথে কাজ বন্ধ দিয়ে উঠে না আসেন। এটা হলে অফিসের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। আলাদা জামাতে সালাত আদায় করতে পারেন। আর আপনারা দেখবেন এটার উল্লেখ আছে সহীহ্ বুখারীতে ১ নং খণ্ডে আর হাদিস নম্বর ৬২৭ বুক অভ আজানের ৩৫ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে জামাত এমনকি দুইজন ব্যক্তিকে নিয়েও হতে পারে। তাহলে যদি অমুসলিম পরিবেশে কাজ করেন। কাজ বন্ধ করে সালাত আদায় করবেন না। আলাদা জামাতে সালাত আদায় করেন। আর যদি একজন লোক যদি কোনো মুসলিম কাজ করে নিষ্ঠার সাথে, সততার সাথে, কোনো বসই যদি অমুসলিমও হলো আপনাকে সালাত আদায় করতে কোনোরকম বাধা দেবেন না। যদি আপনার বস একেবারে একগুয়ে হয় আপনি তখন এভাবে বলতে পারেন। ঠিক আছে, আমি টি ব্রেকের সময় বাইরে যাবো না। আমাকে আসর সালাতের জন্য কিছু সময় দেন। অথবা আপনি বলতে পারেন যদি আমাকে দশ মিনিটের ছুটি দেন। অফিস ছুটি হলেও আমি দ্বিগুণ কাজ করবো, তিনগুণ কাজ করবো। আমি বিনা খরচে আধাঘণ্টা কাজ করবো। ওভারটাইম দেওয়ার দরকার নেই। যে কোনো ব্যবসায়ীই এটা মেনে নেবে যে, আপনি দশ মিনিট ছুটি নিয়ে আধাঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করবেন। এমনিতে এখানে তার দেড়গুণ খরচ হতো। আপনি তাকে বলবেন, আমি তিনগুণ সময় কাজ করবো। আর আমাকে এজন্য অতিরিক্ত কিছু দেয়ার দরকার নেই। তিনি অবশ্যই রাজি হবেন তবে একেবারে চরম পরিস্থিতিতে যদি আপনার বস ঐ ১ পার্সেন্টের একজন হন, সালাত আদায়ের অনুমতি না দেন তখন আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায়টা হলো, চাকরিটা বদলানো। সালাত আদায় ফরজ। যদি আপনার বস ১ পার্সেন্টের একজন হন আপনাকে সালাতের অনুমতি না দেয় চাকরিটা ছেড়ে দেন। আপনি জানেন না হয়তো আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা আপনাকে আরেকটা চাকরি দেবেন, যেখানে আপনি বেশি আয় করবেন। তবে নতুন চাকরীতে আপনি বেশি বেতন পান অথবা না পান সালাত আদায় করলে আপনি পরকালে উপকার পাবেন। চাকরীর কারণে সালাত আদায় না করলে উপকারটা পাবেন না। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কিছু মুসলিম অফিসেও দেখা যায়, যেখানে দেখবেন যে বেশিরভাগ কর্মচারীই মুসলিম, কিন্তু সালাত আদায় করে না। একাও করে না জামাতেও করে না। আমি অনুরোধ করবো সব মুসলিম ভাইদের যে আপনাদের অফিসে এটা

নিশ্চিত করেন যে আপনারা নিজেরা এবং আপনাদের কর্মচারী যারা মুসলিম সবাই সালাত আদায় করবেন। আর আপনারা এভাবে ব্যবস্থা করে নেন যেন সালাত আদায় করবেন কিন্তু অফিসে কাজের কোনো অসুবিধা হবে না। একটা সময়ে দেখবেন যদি কর্মচারীদের নিয়ে আপনি সালাত আদায় করেন এতে আপনার ব্যবসার উন্নতি হবে। আপনি আরো লাভ করতে পারবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম ভাই। মহিলারা কি মসজিদে সালাত আদায় করতে পারে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে, মহিলাদের মসজিদে সালাত আদায়ের অনুমতি আছে কি না। পবিত্র কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যেটা মহিলাদের মসজিদে সালাত আদায়কে নিষেধ করেছে। এছাড়াও এমন কোনো সহীহ হাদিসও নেই যেখানে বলা হচ্ছে যে মহিলারা মসজিদে সালাত আদায় করতে পারবে না বা মসজিদে যেতে পারবে না। সত্যি বলতে এমন অনেক সহীহ হাদিস আছে যেগুলো উল্টোটা বলছে। সহীহ বুখারীর ১নং খণ্ডে উল্লেখ আছে শেষের হাদিসটা ৮৩২ নম্বর হাদিস বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কিতাব আর অধ্যায় নম্বর হচ্ছে ৮৪। বলা আছে যখন তোমাদের স্ত্রীগণ তারা মসজিদে যেতে চায় তাদেরকে বাধা দিওনা। এটার উল্লেখ আছে সহীহ বুখারীতে ১ নং খন্ডে। সালাত এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কিতাবে ৮০ নং অধ্যায়ের ৮২৪ নং হাদিসে বলা হচ্ছে যে, যখন মহিলারা রাতের বেলায় মসজিদে যেতে চাইবে যেতে দাও। এমনকি রাতের বেলায়ও তারা যদি মসজিদে যেতে চায় সহীহ বুখারীর ১ নং খণ্ডের ৮২৪ নং হাদিস বলছে যে, তাদেরকে তোমরা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও। সহীহ মুসলিমেও এটার উল্লেখ আছে। সহীহ মুসলিমের ১ নং খন্ডে এটা আছে বুক অভ সালাতে ১৭৫ নং অধ্যায়ের ৮৮১ নং হাদিসে বলা হয়েছে। যে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেছেন পুরুষের জন্য শ্রেষ্ঠ সারি হলো প্রথম সারি। সবচেয়ে খারাপ হলো শেষের সারি। মহিলাদের জন্য শ্রেষ্ঠ সারি হলো শেষের সারি। আর সবচেয়ে খারাপ হলো সামনের সারি। তার মানে পুরুষ ও মহিলা মসজিদে এক সাথেই সালাত আদায় করতো। আর সালাত আদায়ের সময়, পুরুষদের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সারি হলো প্রথম সারি। আর মহিলাদের জন্য শ্রেষ্ঠ শেষের সারি। পুরুষের জন্য সবচেয়ে খারাপ হলো শেষের সারি। মহিলাদের জন্য খারাপ হলো সামনের সারি। এরকম অনেক হাদীস। যদি আপনি পড়েন সহীহ মুসলিম ১ নং খন্ডে এটা আছে বুক অভ সালাতে ১৭৭ নং অধ্যায়ের ৮৮৪ নং হাদিসে বলা হচ্ছে তোমরা মসজিদে যেতে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার কোনো ভৃত্যকে বাধা দিওনা। সহীহ মুসলিম ১ নং খন্ডে বুক অভ সালাত ১৭৭ নং অধ্যায়ের হাদিস নম্বর ৮৯১. বলা হচ্ছে যে, তোমরা মসজিদের ভেতরে মহিলাদের জায়গাটা কেড়ে নিওনা। তার মানে আমাদের নবীজীর সময়ে মহিলারা মসজিদে যেতেন। আর নবীজী কখনোই তাদের মসজিদে ঢুকতে বাধা দেননি। কিন্তু মহিলারা যখন মসজিদে যাবে তাদের জন্য সেখানে একই রকম আর আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে। পুরুষ উপাসনালয়ে এমনটা দেখে থাকবেন। তেমন হলে, লোকে মসজিদে মহিলাদের উত্যক্ত করবে। সালাত আদায় করবে না। আলাদা ঢোকার ব্যবস্থা। আলাদা ওজুর ব্যবস্থা। সালাতের জন্য আলাদা জায়গা। আর এটাও ঠিক যে মহিলার সালাতের সময় পুরুষদের সামনে দাঁড়াবেন না। এমন হলে পুরুষরা আল্লাহর চাইতে মহিলাদের দিকেই বেশি মনোযোগ দেবে। সমান তবে আলাদা ব্যবস্থা পাশাপাশি হলে মাঝখানে একটি পার্টিশন থাকবে। যদি ভালো করে দেখেন যদি সৌদি আরবে যান মহিলারা মসজিদে যেতে পারে। এমনকি হারমাইনেও। হারমাইন শরীফে মক্কার মসজিদুল হারামে আর মদিনার মসজিদ-এ- নববীতে মহিলারা মসজিদে যেতে পারে। এমনকি আমেরিকাতেও

মহিলারা মসজিদে যেতে পারে। ইংল্যান্ডেও মহিলারা মসজিদে যেতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলারা মসজিদে যেতে পারে। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই মহিলারা মসজিদে যেতে পারে। শুধু ইন্ডিয়াতে দেখবেন যে বেশিরভাগ মসজিদে মহিলাদের সেইসব মসজিদের ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয় না। তবে আলহামদুলিল্লাহ বোম্বেতে আমি কিছু মসজিদের কথা জানি যেখানে মহিলাদের ঢুকতে দেয়া হয়। আর আমি একবার, কেরালায় গিয়ে শুনেছিলাম যে কম করে হলেও পাঁচশ'টা মসজিদে পাওয়া যাবে শুধু কেরালাতে যেখানে মহিলাদের সালাত আদায়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। আর ইনশাআল্লাহ, আমার ধারণা এইসব মসজিদগুলোতে যারা ট্রাস্টি আছেন তারা সহীহ হাদিসগুলো মেনে চলবেন। আর তারাও মহিলা ভৃত্যদের মসজিদের ভেতর ঢুকতে কোনো বাধা দেবেন না। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নঃ আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ইউসুফ দিসায়ী। একজন রিটায়ার্ড সরকারি কর্মকর্তা। আমার প্রশ্নটা হলো আমাদের নবীজীর জীবনের কোন সময়টাতে আল্লাহ সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর শবে মেরাজের সাথে সালাতের সম্পর্কটা কি? আমার ধারণা প্রশ্ন দুইটা প্রাসঙ্গিক। ভাই একসাথেই বললাম।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, ঠিক কোন সময়ে আমাদের নবীজীকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর শবে মেরাজের সাথে সালাত আদায়ের সম্পর্কটা কি? ভাই সঠিক দিন বা তারিখ যেমন আমরা জানি, তার জন্ম-মৃত্যুর দিন সেভাবে এটা আমরা জানি না। তবে নির্দেশটা এসেছিল তিনি নবুয়ত লাভ করার প্রথম দিকে কারণ একটা সহীহ হাদিসে আছে যে, ফেরেশতাদের প্রধান জিবরাইল (আঃ) আমাদের নবীজীকে সালাতের নিয়মটা দেখিয়েছিলেন। জিবরাইল সেখানে তার পা মাটিতে রাখলেন আর মাটি থেকে তারপর পানি বের হয়ে আসতে লাগলো। জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবীজীকে ওজু করার নিয়ম দেখালেন। সালাত আদায় করার নিয়মটাও নবীজীকে দেখালেন। আর নবীজী বাসায় এসে এই কাজগুলোই তার স্ত্রী বিবি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সামনে করলেন। তাহলে নবীজী এই নির্দেশটা পেয়েছিলেন নবুয়তের প্রথম পর্যায়ে।

এবার কয় ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ শবে মেরাজের ব্যাপারে বলি। এই কথাটার উল্লেখ পবিত্র কুরআনেও আছে। সূরা ইসরা'র ১নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- আমাদের নবীজী ভ্রমণ করেছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসাতে। তারপর মেরাজের ব্যাপারে আরো কথা আছে। এসবের বর্ণনা সহীহ বুখারীসহ অন্য সহীহ হাদিসে রয়েছে যে আমাদের নবীজী সেখানে অন্য নবীদের সাথে দেখা করেছিলেন। মুসা (আঃ) ঈসা (আঃ)। সেখানে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা নবীজীকে নির্দেশ দিলেন যে মুসলিমরা দিনে ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। তারপর মুসা আলাইহিস সালাম আমাদের নবীজীকে বললেন, সহীহ বুখারী অনুযায়ী যে ৫০ ওয়াক্ত খুব কঠিন হয়ে যাবে মুসলিমদের জন্য। আপনি আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে এটা কমিয়ে নেন। নবীজী গেলেন, সালাতের ওয়াক্ত কমানো হলো। তিনি আবার গেলেন, নবীজী সালাতের ওয়াক্ত কমাতে গেলেন। আর সবশেষে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ পেলেন। সালাত আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা রাজী হলেন, আর নবীজীকে বললেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো। তারপর আল্লাহ বললেন এই পাঁচ ওয়াক্ত এটা হবে ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের সমান। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ এবারের প্রশ্ন স্লিপ থেকে। পুরুষ ও মহিলার যখন সালাত আদায় করে সালাতের নিয়মটা আলাদা কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ যে প্রশ্নটা করা হয়েছে সালাত আদায় করার সময় পুরুষ ও মহিলাদের সালাত আদায়ের নিয়মটা আলাদা কেন। আমি আগেও বলেছি যে বাজারে অনেক বই পাবেন যেখানে সালাত আদায়ের বিভিন্ন নিয়ম কানুন দেয়া আছে।

বেশিরভাগ বইয়ের আলাদা অধ্যায় থাকে যে মহিলারা কিভাবে সালাত আদায় করবে। কিভাবে পুরুষরা তাদের সালাত আদায় করবে। আর সেখানে নিয়মগুলো আলাদা। সত্যি বলতে এমন একটা সহীহ হাদিসও খুঁজে পাবেন না যেটা বলছে যে মহিলারা তাদের সালাত আদায় করবে পুরুষদের চাইতে আলাদা নিয়মে। এমন কোনো সহীহ হাদিস নেই। আর আপনারা যদি সহীহ বুখারী পড়েন ১ নং খন্ডে সালাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কিভাবে ৬৩ নং অধ্যায়ে আদ-দারদা, রাদিয়াললাহু তায়ালা আনহা তিনি তাশাহুদে বসেছিলেন পুরুষদের মতো করে। আর তিনি ছিলেন এমন একজন যিনি ধর্মীয় বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। এরকম আরো সহীহ হাদিস আছে যেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন হযরত আয়েশা নবীজীর অন্যান্য স্ত্রীগণ। আর অন্যান্য মহিলা সাহাবীরা আল্লাহ তাদের সবাইকে শান্তিতে রাখুন। আর এর উল্লেখ আছে সহীহ মুসলিমে, সহীহ বুখারীতে এবং বিভিন্ন সহীহ হাদিসে। তবে তাদের কেউই বলেন নি যে পুরুষ আর মহিলাদের সালাত আদায় করার যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো একেবারে আলাদা। উত্তরটা খুব পরিষ্কারভাবেই দেয়া আছে। আমার লেকচারে আগেও বলেছি সহীহ বুখারীর ১নং খণ্ডে বুক অভ আজান ১৮ নং অধ্যায়ের ৬০৪ হাদীসে বলছে এছাড়াও সহীহ বুখারী'র ৯ নং খন্ডের, ৩৫২ নং হাদীসে আছে যে, নবীজী বলেছেন, ইবাদত করো যেভাবে আমাকে ইবাদত করতে দেখেছ। তাহলে পুরষ আর মহিলা সালাত আদায় করবে একই রকম নিয়মে, আর একই ভঙ্গিমায়। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম। আমার প্রশ্নটা হলো আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা কেন আমাদের দোয়া বা প্রার্থনার সবগুলোর উত্তর দেন না অথবা পূরণ করেন না।

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে আমাদের সব দোয়া সেগুলো কেন আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা পূরণ করেন না। এই প্রশ্নটার উত্তর পবিত্র কুরআনে দেয়া আছে। সূরা বাকারা'র ২১৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"কিন্তু এটা সম্ভব তোমরা যেটা অপছন্দ করো সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা যেটা ভালোবাসো সেটা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ সবকিছুই জানেন আর তোমরা জানো না।"

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, এটা সম্ভব তোমরা যেটা অপছন্দ করো সেটাই কল্যাণকর। আর যেটা ভালোবাসো, সেটা অকল্যাণকর। যেমন ধরেন একজন খুবই ধার্মিক লোক সে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার কাছে দোয়া করলো যে আমাকে একটা মোটর সাইকেল দাও। তাতে আমার যাতায়াতে সুবিধা হবে। আর আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করলেন না। আপনি হয়তো বলবেন, সে খুব ভালো লোক খুব ধার্মিক লোক। তার দোয়া কেন কবুল হলো না? আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা জানেন। যদি লোকটার মোটর সাইকেল থাকে সে অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে। আর পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। আর পবিত্র কুরআনই বলছে তোমরা যেটা ভালোবাসো সেটাই

অকল্যাণকর হতে পারে। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না। একবার খুব ধনী একজন ব্যবসায়ী তিনি তখন প্লেনের একটা ফ্লাইট ধরতে যাচ্ছিলেন লন্ডনে একটা চুক্তি করার জন্য যে চুক্তিটা করলে তার লাভ হবে এক'শ কোটি রূপি। যখন তিনি এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন দুর্ভাগ্যজনক ভাবে রাস্তায় খুব বড় একটা ট্রাফিক জ্যাম ছিলো। আর তিনি সময় মতো এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে পারলেন না।

তিনি যখন এয়ারপোর্ট পৌঁছালেন ততক্ষণে সেই প্লেনটা রওনা দিয়েছে। তিনি ফ্লাইট মিস করলেন। তিনি তখন মন খারাপ করে বললেন, এটা আমার জীবনে সবচেয়ে বাজে ঘটনা। বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় গাড়িতে যে রেডিওটা ছিলো তাতে লেটেস্ট খবরটা শুনলেন যে তিনি যে প্লেনটা ধরতে যাচ্ছিলেন যে প্লেনটা লন্ডনে যাচ্ছিলো সেটা ক্র্যাশ করেছে। আর সেই প্লেনে যতজন যাত্রী ছিলো, তারা সবাই মারা গেছে। তখন সেই ব্যবসায়ী বললেন, এই ঘটনাটা হলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা। কিছুক্ষণ আগেই, তিনি ট্রাফিক জ্যামকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন। কারণ ট্র্যাফিক জ্যামের কারণে তার এক'শ কোটি রূপি ক্ষতি হয়েছে। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই সেই ট্র্যাফিক জ্যামকেই ধন্যবাদ জানালেন। কারণ এতেই তার জীবন বেঁচেছে। আর পবিত্র কুরআন বলছে যেটা তুমি অপছন্দ করো। সেটাই কল্যাণকর হতে পারে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না। আল্লাহ জানেন যে সেই ব্যবসায়ীর জীবন তার এক'শ কোটি রূপির চাইতে অনেক মূল্যবান। আপনি যে দোয়া করেন অনেক সময় দেখা যায় আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা সেই দোয়াটা পূরণ করছেন না। তিনি সেই দোয়া কবুল করেন না। আর পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। সূরা শুরা'র ২৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"আল্লাহ তাঁর সব বান্দাকে যদি আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে জীবনের উপকরণের প্রাচুর্য দিতেন তাহলে তারা অবশ্যই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। কিন্তু আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামতো পরিমাণেই নাযিল করেন এবং তিনি জানেন তিনি কি দিয়েছেন।"

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারা'র ১৮৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করবে তাদের বলো যে আমি তাদের নিকটেই আছি। তাদের খুব কাছেই আছি এবং আমি আমার ভৃত্যের সব আহবানই শুনতে পাই।"

পবিত্র কুরআনে সূরা গাফিরের ৬০ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের সাড়া দেবো।"

পবিত্র কুরআনে আছে যে আল্লাহ বলছেন, আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। মানুষ ভাবতে পারে এই আয়াতটার কথা পূরণ হবে না। যদি ভাবতে পারে এই আয়াতটার কথা পূরণ হবে না। যদি প্রার্থনার উত্তর দেয়া না হয়। যদি আপনি ভালো করে দেখেন আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা আপনার প্রার্থনার উত্তর দিচ্ছেন উত্তর না দেয়ার মাধ্যমে। কারণ আল্লাহ জানেন, কোনটা, ভালো আর কোনটা খারাপ। আর কিছু মানুষ আছে যারা হয়তো বলবে আমরা অনেক অবিশ্বাসীকে দেখি অনেক অধার্মিক মানুষ যারা ভুল ঈশ্বরের উপাসনা করে আর তারা বিলাস বহুল জীবন যাপন করে। অবিশ্বাসীরা সকল ঈশ্বরের উপাসনা করে টাকার জন্য আর সম্পদশালী হয়। যদিও এইসব অধার্মিক আর অবিশ্বাসী লোকেরা নকল ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন জিনিসের জন্য প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করেন। কারণ তিনি জানেন তারা যেটা প্রার্থনা করছে এতে তারা ভবিষ্যতে আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরকালের জীবনে এসবের কারণে তারা শুধু ক্ষতিগ্রস্তই হবে। সত্যিকারের

বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে এটা ব্যাপার না যে সে ধনী না গরীব। এখন তার সুসময় না দুঃসময়। তারপরও তারা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালাকে বিশ্বাস করে। পবিত্র কুরআনে সূরা নূর এর ৩৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"সেইসব লোক যারা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় করেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে স্মরণ করা যাকাত প্রদান করা ও সালাত আদায় থেকে বিরত থাকে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন অনেকের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।"

তারা শুধু আখিরাতকে ভয় করে। রোজ কেয়ামতের দিন যেদিন আমাদের প্রত্যেকের বিচার করা হবে। সত্যিকারের বিশ্বাসী সবসময় বলে আলহামদুলিল্লাহ। যে ঘটনাই ঘটে থাকুক না কেন। আলহামদুলিল্লাহ মানে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এমনকি যদি তার ক্ষতিও হয় সে বলবে, আলহামদুলিল্লাহ। কারণ সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। আর আল্লাহ যখন তার এই ক্ষতিটা হতে দিলেন এতে করে ভবিষ্যতে তার জন্য আসলে উপকারই হবে। এক কথায় সত্যিকারের বিশ্বাসী সে এমনটা বিশ্বাস করে যা কিছু হয়েছে ভালোর জন্যই হয়েছে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন- আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম নাইয়ার আজম। পেশায় একজন ইঞ্জিঞ্জনিয়ার। প্রথমে যে বোন প্রশ্ন করেছিলেন তার সাথে আমার এই প্রশ্নটার বেশ মিল আছে। জুমার সময়ের খুৎবা এটা ঠিক সালাতের অংশ নয়। এই খুৎবা কি আরবী ভাষায় দেয়াটা আবশ্যক?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি প্রশ্ন করলেন, জুমা'র সময়ে খুৎবা এটা আরবীতে দেয়া আবশ্যক কি না। এই ব্যাপারটাতে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিন্তু মতভেদ আছে। এখানে শুধুমাত্র ইমাম মালিক বলেছেন আরবীতে পড়া আবশ্যক। অন্যান্য সব বিশেষজ্ঞরা যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল এমন বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই বলেছেন, এটা যে কোনো ভাষায় পড়া যাবে। তবে জু'মার খুৎবার মধ্যে যে বিষয়গুলো থাকতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করা আমাদের নবীজীর জন্য দোয়া করা।

আর জুমা'র খুৎবায় যে আরবী আয়াতগুলো পড়া হয় সেগুলো অবশ্যই আরবীতে হতে হবে। বাকী অংশটা যে কোনো ভাষায় হতে পারে। আর এমন কোনো সহীহ হাদীস খুঁজে পাবেন না যেখানে নবীজী বলেছেন যে, জুমা'র খুৎবা, এটা অন্য কোনো ভাষায় দেয়া যাবে না। তবে আমি এটাও জানি যে, নবীজী সব সময় আরবীতে খুৎবা দিয়েছেন। কারণ সেই সময়ে আরব দেশের লোক তারা শুধু আরবী ভাষাই বুঝতো। যেহেতু তারা শুধু আরবী ভাষাই বুঝতো, সেজন্য নবীজীও আরবীতেই খুৎবা দিয়েছেন। কিন্তু কোনো ভাষায় খুৎবা দেয়া যাবে না নবীজী কোনো লোককেই বলেন নি যে খুৎবা আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দেয়া যাবে না। জুমার সময় খুৎবা দেয়ার কারণটা হলো এতে করে সমবেত লোকদের আল্লাহ এবং নবীজীর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করা যায়। এছাড়াও এতে এই সমবেত লোকজন জানতে পারবে যে তাদের আশেপাশে ইদানিং কি কি ঘটনা ঘটেছে। এক কথায় খুৎবার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে পথ দেখানো হচ্ছে। এটা খুবই অযৌক্তিক হবে যদি বলি যে, আমি কাউকে এমন ভাষায় উপদেশ দেবো যেই ভাষাটা সে বোঝে না। বাস্তবক্ষেত্রে আপনি কাউকে উপদেশ দেবেন এমন ভাষায় যে ভাষাটা সে বুঝতে পারে। আপনি যদি আমেরিকায় যান, আমেরিকায় অনেক মসজিদে ইংরেজিতে খুৎবা দেয়া হয়। এই পৃথিবীতে অনেক মসজিদ আছে যেখানে খুৎবা দেয়া হয় স্থানীয় ভাষায়। আমেরিকাতে, কানাডায় আর ইংল্যান্ডে, দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক মসজিদেই খুৎবা দেয়া হয় ইংরেজিতে।

যদি আপনি আরব বিশ্বে যান আরব দেশগুলোতে যেহেতু সেখানকার মানুষ আরবী বোঝে সেখানে খুৎবা দেয়া হয় আরবীতে। তবে গত মাসে আমি কুয়েতে গিয়েছিলাম যদিও সেখানে বেশিরভাগ লোক আরবী বোঝে। তারপরও কিছু মসজিদে খুৎবা দেয়া হয় ইংরেজিতে। কিছু মসজিদে খুৎবা দেয়া হয় উর্দুতে। কিছু মসজিদে খুৎবা হয় মালাইম আর অন্যান্য ভাষায়। মসজিদগুলোতে সরকার বিশেষভাবে অনুমতি দিয়েছে যাতে করে বিদেশী লোকজন যে সব মানুষজন কুয়েত দেশটার নাগরিক নয়। যারা বিভিন্ন দেশ থেকে কুয়েতে এসেছে চাকুরীর জন্য এসেছে তাদের জন্য এই খুৎবা স্থানীয় ভাষায় দেয়া হবে। তাহলে যে কোনো ভাষাতেই দেয়া যাবে। কিন্তু এখানে শর্ত হলো যে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার প্রশংসা আরবীতে হতে হবে। আর নবীজীর জন্য দোয়াও আরবীতে হতে হবে। আর খুৎবার সময়ে দোয়া আরবীতে হতে হবে। এই দোয়ায় মাত্র কয়েকটা আয়াত রয়েছে। কয়েকটা লাইন। খুৎবার সময় সেটার অনুবাদও করতে পারেন। তাহলে এতে কোনো সমস্যাই নেই। সত্যি বলতে মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে যে যখন খুৎবা পড়া হবে সেটা যেনো স্থানীয় ভাষার পড়া হয়। যেটুকু বাদে যেগুলোর কথা বলেছি এটা আরবীতে হতে হবে। তবে অনুবাদটাও বলা যাবে। তবে ইন্ডিয়ার অভিবাসীরাই নিয়ন্ত্রণ করে যেখানে খুৎবা শুধু আরবীতেই দেয়া হয়। কিছু মসজিদে দেখবেন প্রি-খুৎবা।

নতুন জিনিস প্রি-খুৎবা। সেটা স্থানীয় ভাষায় দেয়া হয়। কিছু মসজিদে খুৎবার অনুবাদ করা হয় জুমা'র সালাতের পর। তাই আমি অনুরোধ করবো আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার কাছে দোয়া করবো যাতে তিনি ইন্ডিয়ার এইসব মানুষদের হেদায়েত করেন। যাতে এমনকি ইন্ডিয়াতেও আমরা খুৎবা শুনতে পারি আমাদের স্থানীয় ভাষায় যাতে করে প্রত্যেক সপ্তাহে জুমা'র সময় আমরা সঠিক নির্দেশ পেতে পারি।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীর প্রথম আজান সেটা কে দিয়েছিলেন? কোথায় দিয়েছিলেন? আর এই আজান কোন দেশে শুরু হয়েছিল?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে, আজানের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে। কোন দেশে হয়েছে। আর সেটা কিভাবে শুরু হয়েছে। বোন আজান শুরু হয়েছিলো আরব দেশে। আরবের মদিনায়। আর সহীহ হাদিসে উল্লেখ করা আছে যে, মদিনায় মসজিদ তৈরি করার পর নবীজী এবং সাহাবারা সালাতের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন কিভাবে মানুষকে আহবান করা হবে। কেউ কেউ বললো ড্রাম বাজাও কেউ বা বললো শাখা বাজানো হোক। একেকজন একেক কথা বললো। হাদিস বলছে যে, তখন এক লোক সেই লোক তার স্বপ্নের মধ্যে আজানের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। যে আজানটা আমি আগে বলেছি সেটা মানুষের কণ্ঠে। খবরটা তখন আমাদের নবীজীকে জানানো হলো। আর নবীজী বললেন সে যে কথাগুলো শুনেছে সেগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগছে। আর সালাতের জন্য মানুষকে আহবান করতে এর চাইতে ভালো উপায় নেই যেখানে সবাইকে ডাকা হচ্ছে মানুষের কণ্ঠ দিয়ে। এজন্য তখন নবীজী আদেশ দিলেন।

যখন মানুষকে সালাতের জন্য ডাকবে তখন মানুষের কণ্ঠ ব্যবহার করো। অন্যান্য যন্ত্রপাতি যেমন– ড্রাম, ট্রাম্পেট, শাঁখ ইত্যাদি ব্যবহার করো না। আর শুরু হয়েছিলো মদিনায়। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ এবারে আমরা স্লিপের প্রশ্ন শুরু করতে যাচ্ছি। এখানে নিয়মটা হবে একটা প্রশ্ন স্লিপ থেকে করা হবে। তারপর মাইক থেকে। ডান দিকে মাইক। আবারো স্লিপের প্রশ্ন তারপরে বাম দিকের মাইক থেকে। আবার স্লিপ থেকে তারপর মহিলারা। আর এভাবেই ঘড়ির কাটার মতো ঘুরবে। এই প্রশ্নটা করেছেন ভাই আবদুল্লাহ।

প্রশ্ন ঃ সালাত আদায় করার অনেকগুলো নিয়ম আছে। এর সবগুলোই কি ঠিক? নাকি সালাত আদায়ের একটা বিশেষ নিয়ম রয়েছে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, সালাত আদায়ের অনেকগুলো নিয়ম আছে। আর আমিও সেটা জানি। সবগুলো নিয়মই কি গ্রহনযোগ্য? সবগুলোই কি সঠিক? নাকি মাত্র একটাই নিয়ম রয়েছে? যদি আপনি মার্কেটে যান আপনি সেখানে কয়েক'শ বই পাবেন যেগুলোতে সালাত আদায়ের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন রয়েছে। বেশিরভাগ বইতেই কিছু হাদিস আছে যেগুলো সহীহ হাদিস নয়। সালাত আদায়ের জন্য কেবলমাত্র একটা নিয়মই রয়েছে। আমাদের প্রিয় নবীজী বলেছেন এটার উল্লেখ আছে সহীহ বুখারীতে ১নং খণ্ডে এটা আছে বুক অভ আজানে ১৮ নং অধ্যায়ের ৬০৪ নং হাদিসে। এছাড়াও সহীহ বুখারীর ৯ নং খন্ডের ৩৫২ নং হাদিসে আছে নবীজী বলেছেন ইবাদত কর। যেভাবে আমাকে ইবাদত করতে দেখেছো। আমরা সালাত আদায় করবো সেই নিয়ম মেনে যেভাবে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সঃ) সালাত আদায় করছেন। অন্য কোনো নিয়ম নেই। তাহলে সালাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন নিয়মগুলো যেমন কিভাবে হাত বাধতে হবে রুকুতে যেতে হবে সিজদা দিতে হবে শরীরের বিভিন্ন ভঙ্গি এসব ব্যাপারে মাত্র একটাই নিয়ম আছে একটাই পদ্ধতি। আর সহীহ হাদিসে এই নিয়মগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। সালাতের কিছু কিছু ব্যাপারে এই নিয়মগুলো কিছুটা শিথিল। যেমন ধরেন আমরা রুকুতে যেটা পড়ি। সহীহ হাদিস বলছে কখনো কখনো নবীজী বলছেন, সুবহানা রাব্বিউল আজিম। অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সুমহান। আবার কখনো তিনি বলেছেন, সুবহানা রাব্বিউল আজিম ওয়া বিহামদিকা। অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সুমহান। সমস্ত প্রশংসা তার। তাহলে এমন কিছু কিছু দোয়ার ব্যাপারে নিয়মের শিথিলতা আছে যেগুলো আমাদের নবীজী পড়েছেন রুকুর সময় সিজদা'র সময় এসব জায়গায় কিছুটা শিথিলতা আছে। যেমন ধরেন বিতরের সালাতের সময় বেজোড় রাকাতে সালাত আদায় করতে হয়, সেটাই নির্দেশ। নবীজী কখনো পড়েছেন এক রাকাত। কখনো পাঁচ রাকাত বা সাত রাকাত। বেশিরভাগ সময় তিন রাকাত। তাহলে এমন কিছু ব্যাপারে শিথিলতা আছে। যখন আপনি রুকুতে অথবা সিজদায় গিয়ে কিছু পড়ছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেহের অঙ্গভঙ্গি যেভাবে দাঁড়াবেন যেভাবে বসবেন। যেভাবে মাথা নোয়াবেন যেভাবে সেজদায় যাবেন এই সব কিছুর নিয়ম মাত্র একটাই। আর এগুলো বলা আছে সহীহ হাদিসে। এখানে আমি (সবচেয়ে ভালো) যে বইটার কথা বলতে পারি বইটা মার্কেটেই পাবেন। আর এই বইটা খুবই সংক্ষিপ্ত ছোটো বই। এখানে আপনারা পাবেন সহীহ হাদীস। এই বইটার নাম দা গাইড টু সালাত। লিখেছেন এম এ সাকিব। আপনাদের যদি সময় বেশি থাকে আর বিস্তারিতভাবে জানতে চান আরেকটা বইতে এগুলো বিস্তারিত লেখা আছে যে কিভাবে সেজদায় যাবেন কোন অঙ্গ প্রথমে মাটি স্পর্শ করবে কিভাবে উঠে দাঁড়াবেন এসব কিছুই বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'দ্যা প্রেয়ার অভ দা প্রফেট'।

সালাতের বিভিন্ন নিয়ম এখানে বিস্তারিতভাবে পাবেন। লিখেছেন শেখ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানি। শেখ আলবানির এই বইটাতে সহীহ হাদিসের অনেক উদ্ধৃতি আছে। এই বইটা পড়ে দেখতে পারেন। তবে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা হলো যে সালাত আদায়ের সময় এর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো সেগুলোর নিয়ম মাত্র একটাই। আপনারা যদি বইগুলো পড়তে চান তাহলে যোগাযোগ করেন আমাদের ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরীতে সেখানে এই বইগুলো পাবেন।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম জগবিন্দর সিধু। ইসলাম সম্পর্কে আমি খুব কম জানি। আর আমার আজকের প্রশ্নটাও সালাতের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। প্রশ্নটা কি করতে পারবো?

মোহাম্মদ নায়েক ঃ আপনার প্রশ্নটা আজকের বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ আমি আসলে অনেকের কাছে প্রশ্নটার উত্তর চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি সেই উত্তরটা পাইনি।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি প্রশ্নটা করতে পারেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ আমিও তো সে জন্যই এসেছি।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ ঠিক আছে, আপনি তাহলে একটা প্রশ্ন করেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ দুইটা প্রশ্ন।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ আর না।

প্রশ্নকর্তা ঃ ঠিক আছে। আমি আগে এই প্রশ্নটা করেছিলাম আমার মুসলিম বন্ধুদের। এছাড়াও আমি মোহাম্মদ আলী রোডে গিয়ে কয়েকজন ইমামের সাথেও কথা বলেছি। আর আমি যতটুকু জানি, এই শব্দগুলো যেমন আলিফ- লাম-মীম বা তাহসিন বা হা-মীম নবীজী আমাদেরকে এই শব্দগুলোর কোনো ব্যাখ্যা দেননি।

এগুলোর ব্যাপারে কি সাহাবীরা কিছু জানতেন? এগুলো কি কেউ জানতনা নাকি কখনো বলা হয়নি? নাকি কেউই জানে না? ঘটনাটা কি? এটা একেবারে মৌলিক কারণ এখানেই শুরু। কুরআন এখান থেকে শুরু। আলিফ - লাম-মীম। আর তার পরেই সব কিছু।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি এখানে প্রশ্ন করলেন আর আপনি এ পর্যন্ত অনেক ইমাম, মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পাননি যে আলিফ-লাম-মীম এই কথাটার অর্থ কি? এই সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো পুরোপুরি জানতে চাইলে আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন। তবে যেহেতু আপনি প্রশ্ন করেছেন তাই আমি সংক্ষেপে উত্তরটা দিচ্ছি যে এই সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো যেগুলো পবিত্র কুরআনে বেশ কিছু সুরার আগে আছে। এই অক্ষরগুলো আছে ঊনত্রিশটা সুরার আগে। যদি আরবী হরফগুলো গোনেন আলিফ বা তা সা এরপরে হা এরকম ঊনত্রিশটা অক্ষর। আর পবিত্র কুরআনে ঊনত্রিশটা সুরার আগে আছে, যে এই অক্ষরগুলো আছে। কখনো দেখবেন, একটা অক্ষর সোয়াদ নুন ক্বাফ। কখনো দুইটা অক্ষর হা মীম তা সিন। আবার কখনো তিন অক্ষর আলিফ লাম মীম। কখনো চারটা অক্ষর, কখনো পাঁচটা আর এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। অনেকগুলো বই লেখা হয়েছে যে এগুলোর অর্থ কি? কিছু মানুষ বলে যে এটা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার সংক্ষিপ্ত রূপ। আবার কিছু লোক বলে এটা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার সিগনেচার। কিছু লোক বলে এটা আসলে আল্লাহর নাম। কিছু লোক বলে যে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম। এই কথাটা বলে নবীজীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। আর নবীজী এটা বলে অন্যান্য মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। এরকম অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে। তবে সবচেয়ে খাঁটি আর সঠিকটা হলো যে এই সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো যদি আপনারা ভালো করে দেখেন অক্ষরগুলো অনেক সুরার প্রথমে আছে। এটা দিয়ে মানুষকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এরকম আয়াত আছে বেশ কয়েকবার পবিত্র কুরআন বলছে এখানে মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে

যে চেষ্টা করে কুরআনের মতো একটা বই লেখো। সূরা ইসরার ৮৮ নং আয়াতে উল্লেখ আছে- মানুষ ও জীন সমবেত হয়েও তারা কুরআনের মতো আরেকটি বই করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে সূরা তুরের ৩৪ নং আয়াতে উল্লেখ আছে- তোমরা কুরআনের মতো আরেকটা বই রচনা করতে পারবে না। সূরা হুদের ১৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে তাহলে কুরআনের মতো করে দশটা সূরা রচনা করো।"

এছাড়া সূরা ইউনুসের ৩৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে বলা হয়েছে তোমরা কুরআনের মতো করে একটি সূরা রচনা করো। আর এই চ্যালেঞ্জটা আস্তে আস্তে সহজ হয়েছে। আর চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জটা আছে সূরা বাকারা'য় ২৩ নং আয়াতে ও ২৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাহলে তোমরা এর মতো একটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আহবান করো আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা ব্যতীত তোমাদের যেসব সাহায্যকারী আছে। তাদের সবাইকে আর যদি না পারো এবং নিশ্চয়ই তোমরা করতে পারবে না। তবে সেই আগুনকে ভয় করো মানুষ এবং পাথর হবে যে আগুনের ইন্ধন কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।"

আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা এখানে মানুষ জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন পবিত্র কুরআনের মতো করে একটি সূরা রচনা করতে। তাহলে আল্লাহ তায়ালা যখন বলছেন আলিফ লাম মীম হা মীম ইয়া সীন তা মীম তিনি এখানে বলছেন আরবদের। সেজন্য এটা বলা হয়েছে আরবী ভাষায়। আর সেখানে স্থানীয় লোকজনের ভাষাটা আরবী। তাই আল্লাহ পরোক্ষভাবে এখানে বলছেন যে তোমরা তো তোমারেই ভাষা যেমনটা দেখেন এ. বি. সি. ডি ইংরেজিতে একইভাবে আফিল-লাম-মীম এটা তোমাদের ভাষা। এই অক্ষরগুলো নিয়ে তোমরা খুব গর্ব করো। কারণ কুরআন যখন নাজিল হয়েছিল আরবরা তখন তাদের ভাষা নিয়ে খুব গর্ব করতো। আরবী ভাষা তখন ছিলো উন্নতির চরম শিখরে। তখন আরবরা যে বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি গর্ব করতো সেটা তাদের ভাষা। সেই সময়টা ছিলো সাহিত্য আর কবিতার যুগ।

তারা যখন সাহিত্যে খুবই উন্নত ছিলো। তাই আল্লাহ বলেছেন, এগুলো তোমাদের ভাষার অক্ষর। অক্ষরগুলো নিয়ে তোমরা খুব গর্ব করো। তোমাদের জন্য আমি রচনা করেছি এই পবিত্র কুরআন। আল্লাহ পৃথিবীর সব মানুষকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। সুযোগ থাকলে জীনদের সাহায্যও নিতে বলেছেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কেউ যে তোমরা পবিত্র কুরআনের মতো একটা সূরা রচনা করো। পবিত্র কুরআনের কিছু সূরা খুবই ছোট, মাত্র তিনটা আয়াত। সবচেয়ে ছোটটাতে মাত্র দশটা শব্দ। আল্লাহ তাদের চ্যালেঞ্জ করছেন। তোমরা পবিত্র কুরআনের সূরার মতো করে একটা সূরা রচনা করো। তাহলে আল্লাহ যখন বলছেন, আলিফ-লাম-মীম হা-মীম এরপরে যখনই দেখবেন, পবিত্র কুরআনে এই অক্ষরগুলো আছে এই অক্ষরগুলোর পরেই দেখবেন, পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন ধরেন, সূরা বাকারা'য় আপনি বললেন পবিত্র কুরআনের শুরুতে। কুরআনের শুরুতে নয় সূরা বাকারা'র শুরুতে আছে। বলা আছে আলিফ-লাম-মীম যা লিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহে যে আলিফ লাম মীম এটাই সেই কিতাব, যেই কিতাবে কোনোরকম সন্দেহ নাই। এটাই পথনির্দেশ মুত্তাকীদের জন্য যাদের রয়েছে

তাকওয়া যাদের ঈমান আছে। তাহলে যখনই এই সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো আসবে। এর পরেই দেখবেন যেখানে পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করা হচ্ছে। তাহলে যখনই পবিত্র কুরআনে এই অক্ষরগুলো দেখতে পাবেন এটা আসলে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে এইটা আল্লাহর কালাম আর এখানে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছে যে পবিত্র কুরআনের মতো করে একটা সূরা রচনা করো।

তোমরা এটা করতে পারবে না। এ পর্যন্ত কেউ করতে পারে নি। অনেকেই চেষ্টা করেছে। অনেক অমুসলিম চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেউ এখন পর্যন্ত করতে পারেনি। আর ভবিষ্যতেও ইনশাল্লাহ কেউ পবিত্র কুরআনের মতো করে সূরা রচনা করতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আবদুল্লাহ কারার। আমি একজন ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী। আপনি বললেন যে মুসলিমরা প্রত্যেকদিন পাঁচবার সালাত আদায় করে। আর এছাড়াও আপনি বললেন, মেরাজের বিভিন্ন ঘটনা কিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশনা আমরা পেলাম। কিন্তু আমরা কিছু মানুষকে নামাজ পড়তে দেখি দিনে তিনবার করে। এইভাবে সালাত আদায় করার কোনো যৌক্তিকতা আছে ?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন আর আমি আগেও বলেছি যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ, কুরআনেও এই কথা আছে। কিছু মানুষ তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। এটার যুক্তি আছে কি না। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করব। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত যে ফরজ এটা কুরআনে বলা হয়েছে। সূরা হুদের ১১৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা ইসরা'র ৭৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা তাহা'র ১৩০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরা রুমের ১৭ নং ও ১৮ নং আয়াতে আছে। যদি এই আয়াতগুলো পড়েন সেখানে বলা হচ্ছে আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় উচিত। তবে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ১০১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"যখন তোমরা সফর করবে তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করতে পারো।"

আমি আগেও বলেছি জোহর, আসর আর এশা'র চার রাকাত নামাজ দুই রাকাত করে পড়া যায়। আর যখন সফর করবে তখন তোমরা দুই ওয়াক্তের নামাজ একসাথে পড়তে পারো। জোহর আর আসরের সালাত। এছাড়া মাগরিব আর এশার সালাতও একসাথে আদায় করতে পারেন। এভাবে একসাথে পড়া হলে ঠিক আছে। তাহলে সফরের সময় কেউ এভাবে সালাত আদায় করলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। এমনকি হাদিসও বলছে যে আমাদের নবীজীর সময়ে সহীহ বুখারীতে এর উল্লেখ আছে একবার খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। লোকজন মাগরিবের সালাতের পর এশার সালাতের জন্য আসতে পারবে না। নবীজী তাই দুই ওয়াক্ত একসাথে পড়লেন। তাহলে কোনো বিপর্যয়ের সময় বা কোনো অসুবিধা হলে নবীজী দুই ওয়াক্ত একসাথে আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু এরকম কিছু মানুষজন আছে যারা বলে আমাকে তো অফিসে যেতে হবে সেজন্য আমি আসরের সালাত আগে পড়বো। অথবা আপনি কেনাকাটা করতে গেছেন কেনাকাটা করতে মার্কেটে গেছেন। সেখানে কিছু সময় লাগবে। সেজন্য আপনি জোহর আর আসরের সালাত একসাথে আদায় করলেন। এটার অনুমতি নেই। সফরের সময় অথবা যখন সত্যিই অসুবিধায় পড়বেন তখন অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়া স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমাদের প্রত্যেকদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা উচিত। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম ভাই। আমার প্রশ্নটা হলো সালাত আদায় করা কি আবশ্যিক? নিজের মতো প্রার্থনা করা যায় না? আর আল্লাহ কি সেটা কবুল করে নেবেন? আগেকার দিনের নবী রাসূলরাও কি আমাদের মতো দিনে পাঁচবার করে সালাত আদায় করতো?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে আমরা কি সেভাবে সালাত আদায় করবো। যেভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বলা হয়েছে? নিজের মতো করে আদায় করা যাবে কি না। আর আগের নবী রাসূলরাও কি একই নিয়মে সালাত আদায় করতেন? আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা দেই। আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা'র সব রাসূলই সালাত আদায় করেছেন। আর তাদের প্রত্যেকেই অন্ততপক্ষে সিজদা দিয়েছেন সালাতের যেটা প্রধান অংশ। তবে সব রাসূল হয়তো আমরা এখন যেভাবে সালাত আদায় করি, সেভাবে করেন নি। পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদা'র ৩নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"

ইসলামকে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার পর আমাদের দ্বীন সম্পূর্ণ হয়েছে। এর আগে রাসূলরা সালাত আদায় করেছেন আর সিজদাও দিয়েছেন। তবে সব নিয়ম কানুন এক রকম ছিলনা। হয়তো কিছু কিছু ব্যাপারে মিল ছিল। এ সম্পর্কে আগেও বলেছি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়েছি ইত্যাদি। হয়তো মিল ছিল, তবে একই নিয়মে নয়। এবার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি যে আমাদের ইচ্ছামত কি সালাত আদায় করতে পারি? কেন একই নিয়মে নামাজ পড়তে হবে? আমি কারণটা বলেছিলাম যে কেন আমরা নিয়ম মেনে সালাত আদায় করি। সামাজিক উপকার পাবো। আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ বেড়ে যাবে। আমাদের একতা বাড়বে। আমাদের সাম্যতা বাড়বে। যদি বলেন, আমি বাড়িতেই চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবো তাহলে এইসব উপকারগুলো পাবেন না। সামাজিক সাম্যতা ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা আত্মার উন্নতি সালাতের বিভিন্ন উপকার সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি। নিয়ম মানলে আপনি এই উপকারগুলো পাবেন। আপনার নিয়মে সালাত আদায় করলে সেই উপকারগুলো পাবেন না। আর এই নিয়মগুলো আমাদের শিখিয়েছেন আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা ও তাঁর রাসূল। যদি আপনি নিজেকে নবীজীর চাইতে উন্নত মনে করেন চেষ্টা করে দেখতে পারেন তবে সফল হবেন না। আর পবিত্র কুরআনে সূরা ইমরানের ৫৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আরবী অবিশ্বাসীরা চক্রান্ত করেছিল। আল্লাহও কৌশল করেছিলেন আর আল্লাহই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহলে আল্লাহ বলছেন, এটাই শ্রেষ্ঠ নিয়ম। যদি আপনি নিজেকে আল্লাহ তায়ালার চাইতে উন্নত মনে করেন। তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন আর ব্যর্থ হবেন। আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, কুরআনের মতো একটা সূরা রচনা করো। মানুষ চেষ্টা করে সফল হতে পারে নি। যদি কেউ মনে করে যে সে আল্লাহ রাসূলের চেয়ে উন্নত। যদিও এটা একটা কুফর এজন্যেই অবিশ্বাসীরা নিজেদের নিয়মে প্রার্থনা করে। কিন্তু যে লোক পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস করে আল্লাহ আর রাসূলকে বিশ্বাস করে তারা শুধুমাত্র নবীজীর নিয়মেই আর কুরআন বলছে আতিউল্লাহ আতিউর রাসূল। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ এবারের প্রশ্নটা স্লিপে এসেছে ভাই রেদওয়ানের কাছ থেকে।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম। আমি সৌদি আরবের জেদ্দায় চাকরি করি। একবার আমি আমার এক ফিলিপিনো মুসলিম বন্ধুকে নামাজ পড়তে বললাম। সে বলেছি যে সে কাবা শরীফে সালাত আদায় করছে অনেকবার। আর কাবা শরীফে একবার সালাত সমান হলো এক লক্ষ সালাত। ভাই আগামী কয়েক বছর আমার সালাত আদায়ের কোন প্রয়োজন নেই। কিভাবে এটার উত্তর দেবো।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে আপনি যখন সৌদি আরবে ছিলেন সেখানে আপনার এক ফিলিপিনো বন্ধুকে সালাত আদায়ের কথা বললে সে আপনাকে বলেছিল যে সে সালাত আদায় করেছে মক্কার মসজিদুল হারামে। আর এই সালাত এক লক্ষ সালাতের সমান। সেজন্য কয়েক বছর তার নামাজ পড়ার দরকার নেই। তার এই কথায় কিছু অংশ সঠিক। যে এ সম্পর্কে সহীহ হাদিস আছে যেখানে আমাদের নবীজী বলেছেন যে মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করা মদিনায় নবীজীর মসজিদে নামাজ পড়া অন্য যে কোনো মসজিদে এক হাজার বার নামাজ পড়ার সমান শুধুমাত্র মক্কার পবিত্র মসজিদ বাদে। আর কেউ যদি মক্কার পবিত্র মসজিদে সালাত আদায় করে সেটা অন্য যে কোন মসজিদে এক লক্ষ বার নামাজ পড়ার সমান। সহীহ হাদিস এটা বলছে, আর আমিও একমত। তবে মানুষ জন এই হাদিসের আসল অর্থটা বুঝতে পারে না। এখানে আপনি অনেক সওয়াব পাবেন। এই মসজিদে সালাত আদায় করলে অনেক সওয়াব পাবেন। তবে এতে করে আপনার অন্যান্য ফরজ সালাত মাফ হয়ে যাবে না। আমাদের নবীজী এমনটা বলেন নি যে যদি এই মসজিদে এক ওয়াক্তের ফজরের নামাজ পড়ো এটার সমান হলো এক লক্ষ ওয়াক্ত ফজরের নামাজ পড়া না। সওয়াব বেশি। এখানে এক লক্ষ গুণ সওয়াব বেশি পাবেন। এক লক্ষ গুণ বেশি সওয়াব।

তার মানে এই নয় যে আপনার এক লক্ষ ফজরের সালাত আদায় না করলেও চলবে। তার মানে এটা নয়। আপনার বোঝার সুবিধার জন্য আরেকটা উদাহরণ দেই যখন আমরা বিভিন্ন রকম পরীক্ষা দেই অনেক জায়গা বোনাস মার্ক থাকে। যদি আপনি হন ক্রিকেট প্লেয়ার তাহলে বাড়তি পাঁচ নম্বর পাবেন। মেডিকেল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হওয়ার সময় কিছু বাড়তি নম্বর থাকে এন সি সি আর খেলাধুলা যেমন ব্যাডমিন্টন ফুটবলের জন্য যদি আপনি ক্রিকেট প্লেয়ার হন ফুটবল প্লেয়ার আপনি এই অতিরিক্ত, তিন, চার বা পাঁচ নম্বর পাবেন। এখানে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? এই নম্বরটা কাজে লাগবে। তখন যখন মেডিকেলে ভর্তি হতে নম্বর লাগবে ৯৫ পার্সেন্ট। আপনি যদি সাড়ে চুরানব্বই পান, এই নম্বরটা কাজে লাগিয়ে আপনি তখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি সারাদিন শুধু ক্রিকেটই খেলবো। সারা বছর সারা জীবন খেলব। এভাবে অতিরিক্ত পাঁচ নম্বর নিয়ে আমার যখন ১০০ হয়ে যাবে তখন আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হব। সে কি ভর্তি হতে পারবে? সে দিন রাত ক্রিকেট খেলতে লাগল। সারা দিন আর সারা রাত। এভাবে সে পুরো বছরই ক্রিকেট খেলতে লাগল। দশ বছর। তারপর সে মেডিকেল কলেজে গিয়ে বলল আমি এতোদিন ক্রিকেট খেলেছি। এই ক্রিকেট খেলার নম্বরটা হলো বোনাস মার্ক। যে এখানে পরীক্ষার নিয়মিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি এখানে অতিরিক্ত কিছু করার জন্য বোনাস মার্ক পাবেন। তাহলে এখানেও সওয়াব পাবেন আল্লাহর দয়া পাবেন কিন্তু এই সওয়াবের কারণে আপনার অন্যান্য ফরজ সালাতগুলো মাফ হয়ে যাবে না। যেগুলো আমাদের জন্য ফরজ, সেগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। এটা হলো বোনাস মার্ক। তাহলে যদি কেউ মসজিদুল হারাম অথবা মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করে সে অনেকগুণ বেশি সওয়াব পাবে। তবে এতে করে তার ফরজ সালাতগুলো মাফ হয়ে যাবে। সেই সালাতগুলো নিয়মিতভাবে আদায় করতে হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আমি বিষ্ণু মহেশ মেহতা। আমি একজন ব্যবসায়ী। আমি ইন্ডিয়াতে দেখেছি যে যারা মসজিদে নামাজ পড়ে তাদের জন্য মাথায় টুপি পরাটা আবশ্যিক। কিন্তু ইরান আর মরক্কোতে যারা মসজিদে নামাজ পড়তে যায়, তারা মাথায় টুপি পরে না বা কিছু দিয়ে মাথা ঢাকে না কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে ইন্ডিয়াতে লোকজন মসজিদে যাওয়ার সময় সাধারণত টুপি পরে। কিন্তু আপনি মরক্কো আর ইরানে দেখেছেন যে লোকজন সালাত আদায়ের সময় মাথায় টুপি পরে না। ভাই পবিত্র কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই অথবা এমন সহীহ হাদিসও নেই যেটা বলছে যে মাথায় টুপি পরা ফরজ। সালাত আদায়ে টুপি পরাটা আবশ্যিক এমন কথা কোথাও নেই। তবে সহীহ হাদিসে এমন কথা আছে যে, সাহাবারা সালাতের সময় মাথা ঢেকে রাখতো। আর যখন আপনি আপনার মাথা ঢেকে শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। যদি ভালো করে দেখেন আমাদের প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে প্রাচ্যের কালচারে শ্রদ্ধা দেখাতে আমরা টুপি পরি। কিন্তু যদি ইংল্যান্ডে যান হ্যালো ম্যাম তারপর টুপি খোলে। হ্যালো ম্যাম, হাউ আর আই? তারপর টুপি খুলে পশ্চিমা কালচারে শ্রদ্ধার জন্য টুপি খুলে ফেলে প্রাচ্যে আমরা টুপি পরি শ্রদ্ধার জন্য। তবে মুসলিমরা আমরা পশ্চিম বা প্রাচ্যের কোনো কালচার মেনে এটা করি না। এভাবে আমরা শ্রদ্ধা দেখাই। আর হাদিসেও আছে যে সাহাবীরা সালাতের সময় মাথা ঢেকে রাখতেন। হয় টুপি দিয়ে, নয়তো কোনো কাপড় দিয়ে সৌদি আরবে গেলে দেখতে পারেন। তবে সহীহ হাদিস বা কুরআনের কোথাও বলা হয়নি যে মাথার টুপি পরাটা ফরজ। যদি মুসলিমরা সালাত আদায় করে কোনো টুপি ছাড়া ইনশাল্লাহ সেই সালাতও আল্লাহ কবুল করবেন। এটা ফরজ না। তবে সালাত আদায়ের সময় টুপি পরা ভালো। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ এবারের প্রশ্ন স্লিপে। প্রশ্নটা করেছেন ভাই ভি. এস. জৈন।

প্রশ্ন ঃ কোনো অমুসলিম কি সালাত আদায়ের সময় সেখানে অংশ গ্রহণ করতে পারে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, কোনো অমুসলিম ব্যক্তি সালাত আদায়ের সময় অংশ নিতে পারবে কি না। ভাই সেই লোক যদি মন থেকেই সালাত আদায়ে অংশ নেয় তাহলে সবার আগে তাকে ঈমান আনতে হবে। যদি কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে চায় আহলান ওয়া সাহলান। সুস্বাগতম। স্বাগতম জানাবো। আর সালাত তখনই কবুল হবে যদি বিনয়ী আর নম্রভাবে আদায় করেন। যদি আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার উপর বিশ্বাস থাকে তাহলে সেই অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করবে আর সালাত আদায় করবে। কিন্তু সে যদি বলে, যে না আল্লাহকে বিশ্বাস করি না। আপনার সাথে সাথেই এই কাজটা আমি করতে চাই। সেই লোক তাহলে সালাত আদায় করতে পারে কিন্তু এই কাজটা তখন হয়ে যাবে জিমন্যাস্টিকস ব্যায়াম। কারণ বিশ্বাস না থাকলে ঈমান না থাকলে সালাত কোনো কাজেই আসবে না। কার কাছে প্রার্থনা করবেন? যদি কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে তারপর সালাত আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সেটা কবুল করবেন। যদি সে আল্লাহকে বিশ্বাস না করে আর শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে বলছে সূরা মাউনে।

দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের যারা লোক দেখানোর জন্য করে। আর সূরা নিসাব ১৪২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- মুনাফিকরা যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। তাহলে কুরআন মুনাফিকদের কথা বলছে এরা সালাতে অবহেলা করে। অমুসলিমরা সালাতে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এতে করে তারা ন্যায়নিষ্ঠার পথে পরিচালিত হবে না। তারা মুনাফিক, ধোঁকাবাজ।

ধোঁকাবাজরা নামাজ পড়তে চাইলে পড়তে পারে সেটা লোক দেখানোর জন্য। কিন্তু কেউ যদি মুসলিম হয় আর আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা মানে সে যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য সালাত আদায় করতে চায় অবশ্যই করতে পারবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম ভাই। আমার প্রশ্নটা হলো আমরা কি অমুসলিমদের বাসায় সালাত আদায় করতে পারি?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে, আমরা অমুসলিমদের বাসায় সালাত আদায় করতে পারি কি না। বোন, আমি আগেও বলেছিলাম। আমাদের নবীজী বলেছেন এটার উল্লেখ আছে সহীহ বুখারীতে ১ নং খন্ড বুক অভ সালাতের ৫৬ নং অধ্যায়ের ৪২৯ নং হাদিসে। যে এই পুরো পৃথিবীকে আমার ও আমার অনুসারীদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সালাত আদায়ের স্থান হিসেবে, একটি মসজিদ হিসেবে আপনি পৃথিবীর যে কোন জায়গাতেই সালাত আদায় করতে পারেন। তবে জায়গাটা পরিষ্কার হতে হবে। এছাড়াও কিছু নিয়ম-কানুন আছে, যদি কোনো অমুসলিমের ঘরে নামাজ পড়তে চান তাহলে পড়তে পারবেন। তবে পরিষ্কার জায়গাতে অথবা পরিষ্কার কাপড়ের উপরে সালাত আদায় করুন।

খেয়াল রাখবেন, যেখানে নামাজ পড়বেন তার সামনে যেনো কোন মূর্তি বা ছবি না থাকে। আমাদের নবীজীই একথা বলেছেন। দেয়ালের সাথে একটু দূরত্ব রাখবেন মাঝে একটা সুত্রা। এমনটি একটা তীরও হতে পারে এই সুত্রা। সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে। এটা একটা তীরও হতে পারে। আপনি যদি সালাতের নিয়মগুলো মেনে চলেন তাহলে অমুসলিমদের ঘরেও পড়তে পারবেন যদি জায়গাটা পরিষ্কার হয় আর সামনে কোনো মূর্তি বা ছবি না থাকে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ এবারের প্রশ্ন স্লিপে, খুরশীদ এ খান লেকচারার।

প্রশ্ন ঃ সালাত আদায়ের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পোশাকটা কি? কুর্তা-পায়জামা, প্যান্ট-শার্ট এরকম আরো কিছু পোশাকের নাম আছে।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন সালাত আদায়ের জন্য গ্রহণযোগ্য পোষাক কোনটা? কুর্তা-পায়জামা নাকি প্যান্ট শার্ট ইত্যাদি। একেবারে ন্যূনতম শর্ত শরীরের যে অংশ অবশ্যই ঢাকতে হবে মহিলাদের জন্য পুরো শরীর শুধুমাত্র মুখ আর হাতের কব্জি বাদে পোষাকটা ঢিলা হবে। টাইট হবে না। স্বচ্ছ হবে না। হিজাবের বিভিন্ন শর্তগুলো পুরুষদের জন্য নাভী থেকে গোড়ালি পর্যন্ত কমপক্ষে। সাধারণত পুরো শরীরই ঢাকা সেটাই গ্রহণযোগ্য। এমনকি আপনার কাঁধও। এখন কথা হলো কুর্তা পায়জামা পরবেন নাকি প্যান্ট শার্ট পরবেন। যদি আপনি সালাতের পোষাকের ন্যূনতম শর্তটা পূরণ করেন, যেটা সহীহ হাদিসে আছে। আপনি যেটাতে আরাম বোধ করেন, সেটাই পরেন। যদি আমি পশ্চিমা কাউকে কুর্তা-পায়জামা পরতে বলি, সে খুব একটা আরাম পাবে না। নামাজের সময় সে এদিক ওদিক নড়াচড়া করবে। যদি গ্রামের মানুষকে কোট আর টাই পরতে বলেন সেও স্বস্তিবোধ করবে না। সে তখন এই রকম করবে।

তাহলে আপনি যদি সালাতের পোষাকের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করেন যেটা বলা আছে সহীহ হাদিসে। সেই শর্ত মেনে যে কোনো পোষাক পরতে পারেন। তবে সেটা ইসলামের শরীয়ার বিরুদ্ধে যাবে না। যদি সেই পোষাকটা শরীয়া অনুযায়ী হয়ে থাকে আপনি সেটা পড়তে পারেন। যদি তেমন না হয় যেমন ধরেন, গলায় ক্রস ঝুলানো। আপনার পোষাকের মধ্যে এমন কিছু থাকবে না যেটা থাকে অবিশ্বাসীদের। সে পোশাকটা যদি হারাম না হয়

সবগুলো শর্ত পূরণ করে তাহলে আপনি কুর্তা পরেন অথবা শার্ট পরেন অথবা যদি প্যান্ট পরেন যেই পোশাকে আরাম বোধ করেন, সেইটায় পরবেন। আশাকরি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মৌলিক চন্দর রামা। আমি একজন অমুসলিম। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে, মুসলিমদের সালাত এর সাথে অন্যান্য ধর্মের প্রার্থনাগুলোর মধ্যে পার্থক্যটা কি? যেমন পুজা এবং পার্বন। আর সালাত বাদে এইসব প্রার্থনাগুলোর মধ্যে কি কোন রকম সমস্যা আছে।

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি এখানে প্রশ্ন করলেন যে পার্থক্যটা কি? আমরা মুসলিমরা যেভাবে প্রার্থনা করি আর অমুসলিমরা যেভাবে প্রার্থনা করে, যেমন পুজা এখানে পার্থক্যটা কি। এখানে প্রধান পার্থক্য হলো আমরা যখন সালাত আদায় করি। সেটা করি আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার উদ্দেশ্যে মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্য। আর মুসলিমরা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালাকে মেনে চলে। আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা বা সৃষ্টিকর্তা ধারণা সম্পর্কে আমি আগে লেকচার দিয়েছি। মহান সৃষ্টিকর্তার ধারণা অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা তারা যার উপাসনা করে। ধরেন, একজন লোক মূর্তিপুজা করে। আমরা বলি যেই মূর্তির পুজা করছে, সেটা মহান স্রষ্টা নয়। তারা যে মুর্তির পূজা করে, সেটা মহান স্রষ্টা নয়।

আর যদি ধর্মগ্রন্থগুলোও পড়েন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সেও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে। তাই আমরা মুসলিমরা যা করবো আর পবিত্র কুরআনও বলছে "তায়ালা ইলা কালিমাতিন সাওয়া ইম বাইনানা ইয়া বাইনুকুম" আসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক। যদি কোনো হিন্দু লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি যদি মুর্তির পুজা করি, সেটা ঠিক না ভুল? আমি সেই লোককে বলব যদি আপনি পড়েন যযুর্বেদ ৩২ নং অধ্যায়ের ও ৩ অনুচ্ছেদ বলছে না তাস্তি প্রতিমা আস্তি প্রতিমা আস্তি। মহান সৃষ্টিকর্তার কোনো প্রতিমূর্তি বানানো যাবে না। আপনারা যেটা করছেন, সেটা ভুল। ভগবদগীতায় উল্লেখ করা আছে ৭ নং অধ্যায়ের ১৯ নং থেকে ২৩ নং অনুচ্ছেদে যে যেসব লোক জাগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন তারা নকল ঈশ্বরের পুজা করে মিথ্যা ঈশ্বরের। যারা মিথ্যা ঈশ্বরের পুজা করে তারপরও আমি তাদের ইচ্ছা পূরণ করি। যারা মিথ্যা ঈশ্বরে পুজা করে তারা মিথ্যা ঈশ্বরের রাজত্বে যাবে। আর যারা আমার উপাসনা করে তারা আমার কাছে আসবে। আমি একজন মুসলিম হিসেবে অমুসলিমদের এই কথা জানাবো আপনারা যেটা করছেন আমি কুরআনের উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ীও ভুল। আপনাদের ধর্মগ্রন্থও বলছে, যে এভাবে প্রার্থনা করা ভুল। যদি কোনো খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করেন সে কিন্তু পবিত্র বাইবেলের নিয়মগুলো মেনে ঈশ্বরের প্রার্থনা করে না। পবিত্র বাইবেল বলছে কথাটা আমি আগেও বলেছি সব নবী রাসূল সালাত আদায়ের আগে সেজদা করেছিলেন। সালাত আদায়ের আগে হাত ধুয়েছেন। মুসা ধুয়েছেন হারুন ধুয়েছেন তারা সবাই শান্তিতে থাকুন। সিজদা দিয়েছেন। তবে এখন খ্রীষ্টানরা প্রার্থনার সময় হাত-পা ধোয় না। সিজদাও করে না। আমি প্রথমেই তাদের বলবো তাদের ধর্মগ্রন্থ যেটা বলছে সেটাই তারা মেনে চলছে না। এরপর আমি তাদের বলব, এটা হলো আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তায়ালার শেষ আসমানী কিতাব। এখানেই প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠ নিয়মটা বলা হয়েছে। আর কিছু লোক এখানে পাল্টা যুক্তি দেখাবে যে কেন তারা বিভিন্ন রকম মুর্তি পুজা করে। এ ব্যাপারে অন্য একটা লেকচারে আমি বলেছিলাম। পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোতে ঈশ্বরের ধারণা এই ক্যাসেটটা দেখলে বিস্তারিত জানতে পারবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ এই প্রশ্নটা করেছেন তানজিম এ খাতীব। ক্লাস এইটের একজন ছাত্র। আপনি বললেন নামাজ পড়তে হবে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে। মহিলারাও কি একইভাবে নামাজ পড়বে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন, আমি একটা হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছি যে আমাদের নবীজী বলেছেন সালাতের সময় তোমরা কাঁধে কাঁধে লাগিয়ে দাঁড়াও। মহিলারাও কি একই কাজ করবে? আমি আগেও বলেছি মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু যদি বলেন, পুরুষ আর মহিলা কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে এটা সঠিক না। বর্তমানের মেডিকেল সায়েন্সে আমাদের বলে যে মহিলাদের শরীরের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বেশি। আপনার নরম লাগবে। আপনি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার দিকেই মনোযোগ দেবেন। তাহলে পুরুষরা সালাতের সময় কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে। আর মহিলারাও সালাতের সময় কাধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু পুরুষ আর মহিলা আলাদাভাবে সালাত আদায় করবে। সালাতের জন্য সমান ও আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ আপনারা যদি ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের উপরে কোনো প্রশ্ন করতে চান তাহলে আপনারা লেকচার অনুষ্ঠানে আসতে পারেন, যার পরেই থাকবে প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রত্যেক শনিবার দুপুর তিনটায় প্রত্যেক রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় এবং মহিলাদের জন্য প্রতি সোমবার দুপুর তিনটায় ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অডিটোরিয়ামে। এবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রশ্ন।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম, ভাই আপনি বললেন যে মহিলারা মসজিদে নামাজ পড়তে পারবে। আলহামদুলিল্লাহ। তবে আপনাকে প্রশ্ন করছি, কারণ রমজান মাস সামনেই আমরাও এই সময়কে কাজে লাগাতে চাই। তখন এটা দেখা যায় যে, ইশার নামাজের সময় আমরা মহিলারা পারিবারিক সমস্যার কারণে মসজিদে যেতে পারি না। তাহলে আমরা যদি বাসায় এশার পরে বিশ রাকাত নফল নামাজ পড়ি, আমরা কুরআন খতম দিতে পারব না। সেক্ষেত্রে কি একই সওয়াব পাব। নাকি আমরা মসজিদে যাবো? এখানে কোনটা ভালো?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে রমজান মাসের সময় আমরা তারাবী'র নামাজ পড়ি এশার পরে। তবে পারিবারিক কারণে মহিলারা মসজিদে যেতে পারে না। আর আলহামদুলিল্লাহ এখানকার দিনে কিছু মসজিদ দেখা যায়, বোম্বেতে দেখা যায় যেখানে মহিলারা তারাবী পড়তে পারে আলহামদুলিল্লাহ যদি যেতে না পারেন তাহলে কি বাসায় পড়া যাবে? হ্যাঁ, বোন পড়তে পারেন। ভালো হয়। যদি মসজিদে যান। তবে যদি বিশেষ কোনো কারণে মসজিদে যেতে না পারেন আপনি তাহলে একাও পড়তে পারেন। আর এখানে কি সওয়াবটা সমান? স্বাভাবিকভাবে মসজিদে বেশি সওয়াব পাবেন পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শুনবেন। আর যদি কুরআনে হাফিজ না হন তাহলে আপনি তারাবী'র নামাজে কুরআন শরীফ খতম দিতে পারবেন না। তবে নামাজ না পড়ার চেয়ে বাসায় নামাজ পড়াটা অনেক ভালো। আর সওয়াবের কথা বললে জামাতে পড়লে সওয়াব বেশি। আমাদের প্রিয় নবীজী সহীহ বুখারীতে বলেছেন ১ নং খণ্ডে তোমরা ২৫ গুণ বেশি সওয়াব পাবে অথবা ২৭ গুণ বেশি সওয়াব পাবে। তাহলে জামাতে সালাত আদায় করলে বাসার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

সমাপনী বক্তব্য

এই অনুষ্ঠান সফলভাবে শেষ করার জন্য আল্লাহ তায়ালাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমাদের অতিথিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরো ধন্যবাদ দিচ্ছি সাংবাদিকদের। এছাড়াও আজকের অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত সকল কলাকুশলি, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। জাজাকুমুল্লাহ খায়রান।